ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-354 ■ 24 September, 2026 ■ আগরতলা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৬ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চিন্তন শিবির শুরু

বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজের হিসেব নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর(আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে সেবা তীর্থে আয়োজিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দু'দিনের 'চিন্তন শিবির'-এর প্রথম দিনের বৈঠক বুধবার শেষ হয়েছে। বৈঠকে একাধিক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ, কাজের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থাপনা দেওয়া হয়। আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল 'বিকশিত ভারত@২০৪৭'-এর লক্ষ্যে সরকারের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সরকারি সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ফের বৈঠক বসবে। দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় সরকারের চলমান কাজের পর্যালোচনা, আগামী দিনের কর্মপন্থা এবং শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। আগের কয়েকটি পরামর্শমূলক বৈঠকে মন্ত্রী পরিষদের বিস্তৃত অংশের সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও এবারের চিন্তন শিবিরে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাখা হয়েছে। ফলে সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে নীতিগত বিষয়গুলি নিয়ে আরও কেন্দ্রীভূত আলোচনা হচ্ছে। দু'দিনের এই বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর দফতরে প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন। পরপর এই বৈঠকগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের খবর, চিন্তন শিবিরে মূলত এখনও পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সংস্কার ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সরকারি প্রকল্প ও নীতির বাস্তবায়নের গতি, জনপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি, বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার উপায় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ যাতে বাস্তবে সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছয়, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, রাজনৈতিক মহলে সম্ভাব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়ে জল্পনা রয়েছে। তবে চিন্তন শিবিরের সঙ্গে মন্ত্রিসভায় রদবদলের কোনও সম্পর্ক রয়েছে বা এই বৈঠকের পর এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এমন কোনও সরকারি ঘোষণা এখনও হয়নি। দু'দিনের এই বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা এবং আগামী দিনে সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকার নির্ধারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেবা তীর্থে আয়োজিত এই বৈঠকটি প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্মে নতুন সরকারি পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার সময়েই হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি 'বিকশিত ভারত@২০৪৭'-এর লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারের পরবর্তী পর্যায়ের কাজের রূপরেখা নির্ধারণে চিন্তন শিবিরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পূর্ব থানার নাকের ডগায় জুয়ার আসর !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।।: পূর্ব আগরতলা থানার অদূরে মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই একটি নির্দিষ্ট বোর্ডকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় জুয়ার কারবার চলছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পূর্ব আগরতলা থানা থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে মোটরস্ট্যান্ড এলাকা। অভিযোগ, এই এলাকাতেই নিয়মিত বসছে জুয়ার আসর। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনের পর দিন প্রকাশ্যে এই ধরনের কার্যকলাপ চললেও তা বন্ধ করতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সূত্রের দাবি, বিষয়টি পূর্ব আগরতলা থানার ওসিকে ফোনে জানানো হলেও প্রাথমিকভাবে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্ববাদী আচরণের অভিযোগ
জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাইল কংগ্রেস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর।। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনকে 'কর্তৃত্ববাদী' কায়দায় পরিচালনা এবং দুই নির্বাচন কমিশনারকে কার্যত পাশ কাটানোর অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দলটি।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি অভিযোগ করেন, জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর দুই সহকর্মীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনারদের নথিভুক্ত করা সমস্ত ভিন্নমত প্রকাশ্য করারও দাবি জানান তিনি।

সিংভির কথায়, "ভিন্নমত মানে বাধা নয়, গণতন্ত্রের সুরক্ষা।" তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতিতে সিইসির পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। ১৯৯৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের উল্লেখ করে সিংভি বলেন, সিইসি হলেন 'সমানদের মধ্যে প্রথম'।

তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন একটি সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্যই গঠিত।

ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্তির জন্য ব্যবহৃত ফর্ম ৬-এ কথিত পরিবর্তন এবং স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর সময় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সিংভি। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ার প্রভাব শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৫ কোটি ভোটারের উপর পড়তে পারে।

একবছর ধরে নিখোঁজ ছেলে !

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। কাজের উদ্দেশ্যে সুদূর কেরালায় পাড়ি দেওয়ার পর এক বছর ধরে ছেলের কোনও খোঁজ না পেয়ে দিশেহারা বিধবা মা। নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই

শাসকদলের পক্ষে কাজ করছে কমিশন, অভিযোগ আশিষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

আশিস সাহার অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বিরোধীদের বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলছে। নির্বাচন ঘোষণার কয়েকদিন আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পরিবর্তনের বিষয়টিও প্রশ্নের মুখে তুলে তিনি বলেন, এর পেছনে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার উদ্দেশ্য রয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন।

তাঁর আরও অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, আরক্ষা প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেন, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোটের পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রশাসনের।

উল্লেখ্য, এডিসির ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। ২,৬৩৪টি নির্বাচনী এলাকা ও ৪, ৫৯৭টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের নতুন হারে মিলবে উৎসব অনুদান ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। *দুর্গাপূজার আগে রাজ্যের সরকারি কর্মী, শ্রমিক, পেনশনভোগী ও অন্যান্য যোগ্য উপভোক্তাদের জন্য ফেস্টিভ্যাল গ্রান্ট ও ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স বাড়ানোর ঘোষণা করল ত্রিপুরা সরকার। বুধবার আগরতলা সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ফেস্টিভ্যাল গ্রান্টের জন্য ৪৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্সের জন্য প্রায় ১৮৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।*

সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থসচিব পি. কে. গোয়েল এবং অতিরিক্ত সচিব ড. অচিন্ত্যন সরকার উপস্থিত ছিলেন। অর্থমন্ত্রী জানান, ফেস্টিভ্যাল গ্রান্টের পরিমাণ যোগ্য প্রতিটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার প্রভারী মৃগাঙ্ক দেববর্মণ মধ্যপ্রদেশের দায়িত্বে সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বিভিন্ন রাজ্যের প্রভারী ও সহ-প্রভারীদের নাম ঘোষণা করেছেন।

নতুন দায়িত্ব বণ্টন অনুযায়ী, ত্রিপুরার প্রভারী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মৃগাঙ্ক দেববর্মন। অন্যদিকে, ত্রিপুরার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে মধ্যপ্রদেশের প্রভারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তালিকায় রাজ্যগুলির সাংগঠনিক দায়িত্বে একাধিক নেতাকে প্রভারি ও সহ - প্রভারির নতুন দায়িত্ব দেওয়ার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের আগে ধর্মনগরে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল তুঙ্গে

মারামারিতে আহত একাধিক হেনস্থা বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারের আবহেই ধর্মনগর বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। বুধবার ধর্মনগর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের ভেতরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, মারামারি এবং চেয়ার ও লাঠিসোটা নিয়ে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত মুন্না পাল, মিহির কান্তি দেব ও নবারুণ নাথ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরে তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার সূত্রপাত এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় প্রচারকে ঘিরে বলে জানা গেছে। দলীয় সূত্রের খবর, কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুড়ি এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর সহধর্মিণী বর্ণালী গোস্বামীর। সেই উদ্দেশ্যে ধর্মনগর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে তাঁদের গাড়ি এসে থামে। অভিযোগ, বর্ণালী গোস্বামীর সঙ্গে থাকা মুন্না পাল, মিহির কান্তি দেব ও নবারুণ নাথ দলীয় কার্যালয়ে উত্তরীয় নিতে প্রবেশ করেন। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ উঠেছে, ধর্মনগর মণ্ডল সভাপতি শ্যামল নাথের নেতৃত্বে এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের ঘনিষ্ঠ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক বছর ধরে বিদ্যুৎ ভোগান্তি

ট্রান্সফরমারের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সোনামড়া-কাঁঠালিয়া সড়ক অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে পড়ে থাকার অভিযোগে সোনামুড়া-কাঠালিয়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বেজিমারা এলাকার ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। বুধবার সকাল থেকে সড়ক অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় এক বছর ধরে এলাকার বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে রয়েছে। জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনে সরকারি অর্থব্যয়ের অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে গণ্ডাছড়ায় নির্বাচনী প্রচারে নামল সিপিআইএম। বুধবার সিপিআইএম গণ্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে গণ্ডাছড়া বাজারে আয়োজিত হয় নির্বাচনী জনসভা। জনসভার আগে সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর জনসভাস্থলে পৌঁছায়।

জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা, মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সুমতি রঞ্জন চাকমা, অর্চনা দাস, সুশান্ত হাজারি, শৈলেশ দাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভিলেজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আজ খোয়াই জেলার অধীন পদ্মবিল ও তুলাশিখর ব্লক এলাকা পরিদর্শন করেন এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বল্প খরচে রাজ্যবাসীকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে অতীতে রাজ্যে যা অসম্ভব ছিল বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত হওয়ায় রাজ্যে এখন সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গ প্রতিস্থাপনও করা হচ্ছে। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দ্রুত সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য স্বল্প ব্যয়ে রাজ্যবাসীকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৭৩-তম পর্বে আগত সাহায্যপ্রার্থীদের চিকিৎসা সহ নানা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৭৩-তম পর্বে আজ সিপাহীজলা জেলার কোনাবন থেকে ফুলদেবী দেববর্মা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
৬আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

হাসিনা চাইলেন আইনি রক্ষাকবচ

শেখ হাসিনা ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের মাটিতে পা রাখিয়া আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।শেখ হাসিনা জানাইয়াছেন, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি তাঁহার মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন।তাঁহার কথায়, ’প্রশ্নটি এটা নয় যে আমি ফিরিয়া আসিব কি না, বরং প্রশ্ন হইল কীভাবে ফিরিয়া আসা যায়’। বাংলাদেশে তাঁহার অনুপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত মৃত্যুদণ্ডের রায়কে তিনি ’’রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে কারাবাসসহ যেকোনো আইনি পরিণতির মুখোমুখি হইতে তিনি প্রস্তুত। তবে একই সঙ্গে তিনি সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ার স্বার্থে তাঁহার অধিকারের ’পূর্ণ আইনি রক্ষাকবচ’ দাবি করিয়াছেন। দলটির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দলের সাংগঠনিক শক্তি পুনর্গঠনে কাজ করিতেছেন। বাংলাদেশে ফিরিয়া দল পুনর্গঠনে তিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করিতে চান। বর্তমানে শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ভারতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এই প্রত্যাবর্তনের ঘোষণার পর দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে নতুন করিয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে।

হাসিনা জেলে যাইতে প্রস্তুত। তবু চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশে ফিরিবেন। বাংলাদেশের আদালত তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছে। হাসিনার অভিযোগ, ওই রায় ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত’। দেশে ফিরিয়া আবার আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন হাসিনা। চাহিয়াছেন ‘আইনি রক্ষাকবচ’।বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, “২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি মনে করেন সেখানকার কোনও আইন তাহাকে বাধা দিতে পারে না।”২০২৫ সালের নভেম্বরে হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল। সেই প্রসঙ্গ তুলিয়া হাসিনা বলেন, “যে কোনও আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হইতে তিনি প্রস্তুত। এমনকি, জেলে যাতেও প্রস্তুত। যদি বাংলাদেশের মানুষের সেবা করিবার জন্য সেই দাম দিতে হয়, তিনি তাহাতেও রাজি।” তবে তিনি দাবি করিয়াছেন, ‘রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ’ করিতে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি দেশ ছাড়িবার পরে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত

হইয়াছে, তাহা ‘অসাংবিধানিক’। আর সে কারণেই বিচারের নামে ‘প্রহসন’ হইয়াছিল। তাঁহার আশা, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা স্বচ্ছ ভাবেই তাঁহার মামলা শুনিবে। বিচার চলাকালীন ‘আইনি রক্ষাকবচ’-ও দাবি করিয়াছেন তিনি।

বাংলাদেশে ভোট লড়িবার অধিকার হারাইয়াছে আওয়ামী লীগ। যদিও হাসিনা জানাইয়াছেন, দলের সংগঠন আবার মজবুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন তিনি। মনে করাইয়া দিয়াছেন, এই দলই বাংলাদেশকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল। সেই দলের পুনর্জাগরণ হইবে বলিয়া দাবি করিয়াছেন হাসিনা। আর তাহার কেন্দ্রে থাকিবেন তিনিই। তাঁর কথায়, “আমাদের লক্ষ্য হল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার ফিরাইয়ায়ে আনা। সকল বাংলাদেশির অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করা।”

হাসিনা এ-ও দাবি করিয়াছেন, তাঁহার শাসনকালে জাতীয় নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাইত। এখন কট্টরপন্থীরা যে হুমকি দিতেছে, তাহা ‘উদ্বেগজনক’। “সন্ত্রাসবাদী এবং কট্টরপন্থীরা যে হুমকি দিতেছে, তাহা গুরুতর। হেয় করা উচিত না।” তিনি মনে করেন, এই বিষয়টি আসলে গোটা অঞ্চলেরই সমস্যা। হাসিনা বলেন, “কট্টরপন্থী নেটওয়ার্ক এবং ভাবধারা একটি দেশে আবদ্ধ থাকে না। সীমান্ত পার হইয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়া প্রতিবেশীদের থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা সঠিক বা বাস্তবসম্মত নয়।”২০২৪ সালে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরে গত অগস্টে নয়াদিল্লিতে বসিয়া প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করেন হাসিনা। হাসিনা দাবি করিয়াছিলেন, ক্ষমতায় ফিরিবার উদ্দেশ্য নিয়া তিনি বাংলাদেশে ফিরিতেছেন না। তাঁহার লক্ষ্য নিজের দেশকে ‘সঠিক পথে’ ফেরানো। তিনি বাংলাদেশে ফিরিলে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইতে পারে, সেই আশঙ্কাও রহিয়াছে। তবে এ সবের তোয়াক্কা না করিয়াই বাংলাদেশে ফিরিতে চান আওয়ামী লীগ নেত্রী। সেই নিয়া নয়াদিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে চাপানউতরও শুরু হয়।

শারদ উৎসবের আগে যানজট নিয়ন্ত্রণে মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের বৈঠক

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গাপূজা ও সামগ্রিকভাবে শহরের যান চলাচল ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করতে নতুন উদ্যোগ নিল আগরতলা ট্রাফিক পুলিশ। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন ও ইউনিয়নের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করে তাদের সমস্যাগুলি জানার পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশের প্রত্যাশা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের সূচনা করা হয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে।

বুধবার মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী ও বাজার কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন ট্রাফিক পুলিশের এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বৈঠকে বাজারে যানজট, অবৈধ পার্কিং, নো-এন্টি বিধি লঙ্ঘন, একমুখী যান চলাচলের নিয়ম না মানা এবং রাস্তার উপর দীর্ঘ সময় ধরে বড় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার মতো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিন এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর বলেন, মহারাজগঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত বাজার। প্রতিদিন এখানে প্রচুর মানুষ কেনাকাটা করতে আসেন। কিন্তু নিয়ম না মেনে যানবাহন চলাচল ও পার্কিংয়ের কারণে পথচারী এবং ক্রেতাদের সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে বড় গাড়িগুলি দীর্ঘ সময় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং যানজটের সৃষ্টি হয়।

তিনি আরও জানান, নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন মার্কেট কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ইউনিয়ন এবং মোটর স্ট্যান্ডের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা হবে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা ও ব্যবসায়ীদের বক্তব্য শোনা হবে। এরপর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা হবে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আসন্ন দুর্গাপূজার সময় যাতে শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক থাকে এবং সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহারাজগঞ্জের পর আগরতলা শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার, বাজার কমিটি, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও মোটর স্ট্যান্ডে গিয়েও একইভাবে বৈঠক করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সমস্যা ও পরামর্শ শুনে সমন্বিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে দুর্গাপূজা এবং পরবর্তী সময়েও শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার লক্ষ্য রয়েছে পুলিশের।

মাদককে “না”, জীবনকে “হ্যাঁ” বলুন

নেশামুক্ত ভারত অভিযানের ছয় বছর

সুধাংশ পন্থ

এমন একটা দৃশ্য হয়তো আমাদের অনেকেরই চেনা। কলেজের হস্টেলে, অফিসের পার্টিতে কিংবা বন্ধুদের আড্ডায়কেউ না কেউ একসময় কোনও নেশাজাতীয় দ্রব্য এগিয়ে দেয়। সঙ্গে আসে খুব পরিচিত একটা কথা “আরে, সবাই তো করছে!” সেই মুহূর্তে ‘না’ বলা সহজ হয় না। মনে হয়, না বললে হয়তো বন্ধুরা আলাদা চোখে দেখবে, হয়তো আড্ডা থেকে নিজেকেই আলাদা করে ফেলতে হবে। তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য একজন তরুণের মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়বন্ধুর কথায় সায় দেওয়া, নাকি নিজের বিবেকের কথা শোনা? আসলে সেই ছোট্ট দ্বিধার মুহূর্তটাই অনেক সময় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কারণ নেশার শুরু সবসময় নিজের ইচ্ছায় নেওয়া কোনও সচেতন সিদ্ধান্ত থেকে হয় না। অনেক সময় শুরুটা হয় শুধু বন্ধুদের থেকে পিছিয়ে পড়ার ভয়, ‘না’ বলতে না পারা, কিংবা দলের বাইরে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে।

মাদককে ‘না’, জীবনকে ‘হ্যাঁ’

এই নীরব, অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিকেই প্রভাবিত করার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে নেশামুক্ত ভারত অভিযান (এনএমবিএ)। মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা এই অভিযানের বড় উদ্দেশ্য হলেও, এর আরও গভীর লক্ষ্য হল সামাজিক দিক। মানুষ যেন মাদককে ‘না’ বলা সহজ মনে করে, নিজের সেই সিদ্ধান্তটি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারে এবং একসময় মাদকমুক্ত থাকাকেই সমাজের স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য পছন্দ হিসেবে দেখতে শেখেএই পরিবর্তনই নেশামুক্ত ভারত অভিযান-এর মূল লক্ষ্য।

দৃঢ় সংকল্প

২০২০ সালের ১৫ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে যখন এই অভিযান শুরু হয়, তখন নেশামুক্ত ভারত অভিযান আরও কঠিন একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেছিলদুর্বল মুহূর্তেও বন্ধুদের বা সমবয়সীদের চাপের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষের ‘না’ বলার সাহস তৈরি করা। সেই কারণেই এই অভিযানের সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দটিই হয়তো সবচেয়ে সহজ তা হল ‘না!’ এটি কোনও নাটকীয় ‘না’ নয়। কোনও নৈতিকতার পাঠও নয়। বরং চারপাশের সবাই যখন ‘হ্যাঁ’ বলছে বলে মনে হয়, তখনও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে তা প্রত্যাখ্যান করার আত্মবিশ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানের ক্ষেত্রে “নেশা মুক্ত যুব” নামটিই আমাদের সংকল্পকে আরও স্পষ্ট করে দেয়। ভারত যখন একটি উন্নত দেশ হয়ে ওঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তখন আমাদের যুবসমাজকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং মাদকের মতো ভয়াবহ নেশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। এটাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। আমাদের সকলকে সংকল্প নিতে হবে, যাতে আমাদের যুবসমাজ নেশার ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়, এর বিপদগুলি বুঝতে পারে এবং নেশা থেকে দূরে থাকে। জাতীয় নশা মুক্ত যুব অভিযান এখন এই সংকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান: সম্মিলিত দায়িত্বের সর্বভারতীয় আন্দোলন ছয় বছর পর, একজন মানুষের সেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ আজ আরও বৃহত্তর একটি কর্মসূচির অংশ হয়ে উঠেছে। শপথ গ্রহণ ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই অভিযান ১৩.৭১ কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণীর কাছে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ৩১ লক্ষেরও বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

ক্যাম্পাসগুলিতে এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পড়ুয়াদের শপথ গ্রহণ করতে দেখা যায়। গ্রাম সভার নিয়মিত আলোচ্যসূচির অংশ হয়ে উঠেছে মাদকমুক্তির বিষয়টিও। একসময় যে পরিবারগুলি লোকলজ্জার ভয়ে ঘরের কোনও সদস্যের নেশার সমস্যাকে নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখত, আজ সেই পরিস্থিতিও বদলাচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী তথা এসএইচজি ও বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১০.৬৫ কোটিরও বেশি মহিলা মাদকাসক্তির সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করেছেননিজেদের ভাষায়, নিজেদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে।

১.৭০ লক্ষেরও বেশি নেশা মুক্তি মিত্র এখন সমাজের তৃণমূল স্তরে সচেতনতা তৈরির অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মাধ্যমে ৩৪.৫৭ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে নেশামুক্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই পরিসংখ্যানের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। আর এই ইতিবাচক প্রবণতা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। এখান থেকেই একটি জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ধীরে ধীরে সামাজিক আচরণে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। নেশা মুক্ত ভারত অভিযান একমুখী সচেতনতা তৈরির প্রচলিত পদ্ধতির গণ্ডি পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে এমন একাধিক সুযোগ তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে মানুষ এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে এবং অন্যদের মধ্যেও এর বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে। এনএমবিএ পোর্টালে এই অভিযান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষামূলক উপকরণ, বিভিন্ন সেরা উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা এবং নাগরিকদের অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিভিন্ন সুযোগ এক জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে।

এনএমবিএ-এর সরকারি পোর্টাল নীচে দেওয়া হল: https://www.dosje.gov.in/organisation/nasha-mukt-bharat-abhiyaan

ôy˜ fþo%_«ëaÿôy•–
ôy˜ fþo%_«ëy¡ûp

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ১৩৭তম পর্বে এই বৃহত্তর লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি ফের আহ্বান জানানমাদকমুক্ত যুবসমাজ, মাদকমুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে। তাঁর এই আহ্বান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি শুধু প্রতিষ্ঠান বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যেই এই উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তরুণ সঙ্গীতশিল্পী, পড়ুয়া এবং থিয়েটার দলের প্রতিও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, তরুণরা যাঁদের কণ্ঠস্বরকে ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করে, তাঁদের মাধ্যমে কোনও বার্তা পৌঁছে গেলে তার প্রভাব অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। এক অর্থে, গত ছয় বছরে নেশা মুক্ত ভারত অভিযান নীরবে এটাই বুঝিয়েছে যেনিষেধাজ্ঞার কোনও প্রাচীর নয়, বরং অংশীদারিত্ব ও সংযুক্তির একটি বিকল্প পরিসর। এমন এক বৃহত্তর পরিসর, যা এখন দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছেস্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি নেটওয়ার্ক এবং হাজার হাজার সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে। প্রত্যেকে নিজেদের ভাষায়, নিজেদের মতো করে একই সংকল্পের বার্তা বহন করছে।

সচেতনতা থেকে সংকল্পের পথে এত বড় পরিসরের একটি আন্দোলন দীর্ঘদিন শুধু পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; ধীরে ধীরে তা বাড়ি, শ্রেণিকক্ষ এবং সমাজের আলোচনাতেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এর ফলে মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আলোচনায় আসে এবং প্রতিরোধের দায়িত্ব শুধুমাত্র সংকটের মুহূর্তে সীমাবদ্ধ না থেকে সকলের সম্মিলিত দায়িত্বে পরিণত হয়।

তবে সচেতনতা কেবল শুরু। কেউ নিজে অথবা তাঁর কোনও প্রিয়জন নেশার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য চাইলে পরবর্তী প্রশ্নটি হয়কোথায় গেলে সাহায্য পাওয়া যাবে? নেশা মুক্ত ভারত অভিযান সেই পরবর্তী পদক্ষেপটিকেও সহজ করে তোলার চেষ্টা করেছে। ন্যাশনাল ডি-অ্যাডিকশন হেল্পলাইন ১৪৪৪৬ তথ্য, পরামর্শ এবং উপযুক্ত নেশামুক্তি পরিষেবার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে উদ্বেগের একটি মুহূর্তকে সুস্থ হয়ে ওঠার পথে প্রথম পদক্ষেপে পরিণত করার সুযোগ তৈরি হয়। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কখনও এমন এক দ্বিধার মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছেনযেখানে বন্ধুর জোরাজুরি এবং নিজের বিবেচনার মধ্যে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছেতাঁদের জন্য এনএমবিএ-এর এই যাত্রা একটি আশ্বাস বহন করে: “তাঁরা একা নন”।

২০২০ সালে যে উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল, তা আজ একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তরুণ প্রজন্ম, পরিবার, সমাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

যুবসমাজের সুরক্ষায় একসঙ্গে ভারতের আলোকবর্তিকা

নাগরিকদের সামনে এখন এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে ‘নেশা মুক্তি মিত্র’ হিসেবে। এর মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের গণ্ডি পেরিয়ে সেইসব জায়গায় নেশামুক্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যেখানে প্রতিদিনের জীবনের নানা সিদ্ধান্ত তৈরি হয়। কারণ, দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন খুব কম ক্ষেত্রেই একটি প্রচারাভিযান, একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি বিশেষ মুহূর্তের মাধ্যমে তৈরি হয়। সেই পরিবর্তন তখনই স্থায়ী হয়, যখন সচেতনতা দৈনন্দিন আলোচনায় পরিণত হয়, আলোচনা রূপ নেয় সম্মিলিত সংকল্পে এবং সেই সংকল্প জায়গা করে নেয় আমাদের প্রতিদিনের জীবনে। এটাই নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের সম্ভাবনা ও প্রভাবমাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এমন এক অভিযান, যেখানে গোটা দেশ একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে। আসুন, যুবসমাজকে সুরক্ষিত রাখতে আমরা একসঙ্গে হাত মেলাইভারতের আলোকবর্তিকা হয়ে।

লেখক: সচিব, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

জলের জন্য সহযোগিতা

ভারতের সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান

শ্রী সি আর পাতিল

জল আমাদের পরস্পরকে এমনভাবে সংযুক্ত করে যা অন্য কোনো সম্পদ খুব কমই করতে পারে। নদী কোনো প্রশাসনিক সীমানা মানে না, ভূগর্ভস্থ জলাধার একাধিক জনগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে পারে, এবং আজকের বৃষ্টিই আগামীকালের পানীয় জল, সেচের উৎস, ভূগর্ভস্থ জল বা নদীর প্রবাহে পরিণত হয়। এটি একটি সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নীতির দিকে আমাদের নিয়ে যায়। জল সকলের জন্য উপলব্ধ একটি সম্পদ, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একে সুরক্ষিত করা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ভারত জল শক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে ২০২৬ সালের ২২ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত নবম ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহে বিশ্ব জল সম্প্রদায়কে স্বাগত জানাবে। “জলবায়ু সহনশীল জল ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক এই আয়োজনটি এমন একটি সময়ে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যখন জলবায়ু পরিবর্তন জলচক্রকে ক্রমশ আরও বেশি অনিশ্চিত করে তুলছে।ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ শুধু একটি সম্মেলন নয়। এটি এমন একটি মঞ্চ যেখানে সরকার, বিশেষজ্ঞ, শিল্প, সম্প্রদায় এবং আন্তর্জাতিক অংশীদাররা অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও ধারণাকে বিনিময় করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারে। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্থাপিত সাম্প্রতিক জল বিষয়ক বিভাগীয় শীর্ষ সম্মেলনের চেতনা ও শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এই খাতের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করতে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে একত্রিত হয়েছিল। এই আলোচনায় ভারত বৃহৎ পরিসরে জল ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যাপক অভিজ্ঞতা সামনে নিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, জল জীবন মিশন ২০১৯ সালের ৩.২৩ কোটি পরিবার থেকে ১৫.৯ কোটিরও বেশি গ্রামীণ পরিবারে নলের জল পৌঁছে দিয়েছে। জল জীবন মিশন ২.০-এর মূল লক্ষ্য হলো জল-সরবরাহ পরিকাঠামোকে একটি নির্ভরযোগ্য জনসেবা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এর গ্রাম্য জল ও স্যানিটেশন কমিটিগুলোকে (ভিডব্লিউএসসি) গ্রামীণ জল পরিষেবা পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ক্ষুদ্র পরিষেবা সংস্থা হিসেবে ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। জল সেবা রেখান, যা গ্রাম পঞ্চায়েত-নেতৃত্বাধীন একটি ডিজিটাল পানীয় জল পরিষেবার কার্যকারিতা মূল্যায়ন উদ্যোগ, তা পরিকাঠামো নির্মাণ করা থেকে শুরু করে সুস্থায়ী পরিষেবা প্রদানের দিকে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এটি ‘জন ভাগিদারি’-র মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে ‘হর ঘর জল’ (এইচজিজে) গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের নিয়মিততা, পর্যাপ্ততা, গুণমান এবং স্থায়িত্ব মূল্যায়নের কেন্দ্রে স্থাপন করে। নমামি গঙ্গে কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত গঙ্গা নদী এবং এর উপনদীগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যেখানে পয়ঃনিষ্কাশন পরিকাঠামো এবং দূষণ হ্রাসের সাথে পরিবেশগত পুনরুদ্ধার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জনগণের অংশগ্রহণকে একত্রিত করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে ৫২৭টিরও বেশি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৩৬৭টি সম্পন্ন হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪,২৬৩ এমএলডি পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা প্রদান করে। গ্রামীণ এলাকায় ১২ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পরিকাঠামো তৈরি করার পাশাপাশি, এটি আমাদের মা ও বোনদের জন্য মর্যাদা এনে দিয়েছে এবং আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করেছে। এই মিশনের দ্বিতীয় পর্যায় কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরও আলোকপাত করেছে- যেখানে গৃহস্থালি এবং গোষ্ঠী উভয় স্তরেই ব্যবহৃত জলের ব্যবস্থাপনার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কর্মসূচি জুড়ে একটি সাধারণ সূত্র রয়েছে‘জন ভাগিদারি’, এই বিশ্বাসে যে, জননীতি তখনই সবচেয়ে শক্তিশালী হয় যখন মানুষ সুবিধাভোগী থেকে অংশীদার হয়ে ওঠে।একই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জল-সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে। ‘জল সঞ্চয় জন ভাগিদারি’ এবং ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ অভিযানের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হলো জল সংরক্ষণকে কেবল একটি সরকারি কর্মসূচি নয়, বরং একটি অভ্যাস এবং গণ-আন্দোলনে পরিণত করা। জলবায়ু-সহনশীল জল ব্যবস্থাপনাকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে বুঝতে হবে, এর মালিকানা গ্রহণ করতে হবে এবং একে সুস্থায়ী করতে হবে। সম্প্রতি আমরা ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ সঙ্গীতেরও প্রকাশ করেছি। ভারতের অভিজ্ঞতা আমাদের এও শেখায় যে, জল সংকটের কোনো একক সমাধান নেই। একটি হিমালয় রাজ্যের চাহিদা একটি শুষ্ক অঞ্চলের চাহিদা থেকে ভিন্ন, ঠিক যেমন একটি ক্রমবর্ধমান শহরের চ্যালেঞ্জ একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের চ্যালেঞ্জ থেকে আলাদা। এই বৈচিত্র্যই আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে ভূগর্ভস্থ জল পুন:সঞ্চয়, সেচ দক্ষতা, পানীয় জল ব্যবস্থার গোষ্ঠীভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য জলের পুনঃব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত করেছে। যখন এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো ভাগ করে নেওয়া হয়, তখন সফল স্থানীয় সমাধানগুলো তাদের উৎপত্তিস্থল ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই নীতি আন্তর্জাতিকভাবেও প্রযোজ্য। জল সুরক্ষার সমস্ত উত্তর কোনো দেশের কাছেই নেই, এবং প্রতিটি দেশেরই অবদান রাখার ও শেখার মতো কিছু আছে। তাই, ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহ কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনার পরিবর্তে অংশীদারিত্বকে মূর্ত করে তোলে, যা সুস্থায়ী জল ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, অর্থায়ন এবং জলবায়ু-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অভিজ্ঞতাকে ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথে আলোচনায় নিয়ে আসে। জলকে বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা যায় না। জল সুরক্ষা খাদ্য সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাই, ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহের আলোচনা নদী অববাহিকা ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য জলের পুনঃব্যবহার, জল ব্যবহারের দক্ষতা, পূর্বাভাস, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত প্রবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপান্তরে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে। উন্নত ডেটা, মডেলিং এবং ডিজিটাল ব্যবস্থা আমাদের বুঝতে সাহায্য করতে পারে যে জলের প্রাপ্যতা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, ঝুঁকি অনুমান করতে এবং দক্ষতা উন্নত করতে পারে। কিন্তু প্রযুক্তি তার সর্বোচ্চ মূল্য তখনই দেয় যখন এটি সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়কে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে। এ কারণেই পেশাদার, স্টার্ট-আপ এবং তরুণদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জেজেএম-এর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অধীনে, সুজলাম ভারত ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো বাস্তুতন্ত্র পরিকল্পনা, উৎসের স্থায়িত্ব, কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ এবং নাগরিক- কেন্দ্রিক শাসনের উন্নতির জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে পরিষেবা নিশ্চিতকরণের দিকে এই রূপান্তরটি স্থিতিস্থাপক, জবাবদিহিমূলক এবং ভবিষ্যৎ-উপযোগী জল ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। চ্যালেঞ্জের পরিধির সাথে সাথে অর্থায়নেরও বিবর্তন ঘটা আবশ্যক। সরকারি বিনিয়োগ মৌলিক থাকবে, কিন্তু জলবায়ু- সহনশীল জল পরিকাঠামোর জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্ভাবনী অর্থায়ন, দায়িত্বশীল বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং এমন অংশীদারিত্বের প্রয়োজন হবে যা জনস্বার্থকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। একই সাথে, সুস্থ নদী, জলাভূমি, ভূগর্ভস্থ জলস্তর এবং বাস্তুতন্ত্র নিজেরাই আমাদের জল পরিকাঠামোর অংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেহেতু আরও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত, তীব্র বর্ষণ, দীর্ঘ শুষ্ক সময়, বন্যা এবং ভূগর্ভস্থ জলের উপর চাপ বাড়ছে, তাই এই স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রয়োজন হবে উৎসের স্থায়িত্ব, উন্নত বিজ্ঞান ও পূর্বাভাস, অভিযোজনযোগ্য পরিকাঠামো, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং সচেতন জনগোষ্ঠী। ভারত আন্তর্জাতিক জল সপ্তাহের বৃহত্তর উদ্দেশ্য হলো: নেতৃত্ব, বিজ্ঞান, বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি, অর্থায়ন এবং জন অংশগ্রহণকে একটি সাধারণ মঞ্চে নিয়ে আসা। ২২ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ভারত মণ্ডপম ভারতের জল বিষয়ক অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বের জল জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। বৃহৎ পরিসরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আমরা যা শিখেছি, তা ভাগ করে নিতে আমরা প্রস্তুত, এবং একইভাবে অন্যদের কথা শুনতে ও তাদের কাছ থেকে শিখতেও প্রস্তুত। জলবায়ু পরিবর্তন জলচক্রকে আরও অনিশ্চিত করে তুলতে পারে। আমাদের প্রতিক্রিয়া অনিশ্চিত হতে পারে না। এটি অবশ্যই সম্মিলিত, বৈজ্ঞানিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী হতে হবে। তা গ্রামের পুকুর হোক, ভূগর্ভস্থ জলাধার হোক, নদী অববাহিকা হোক, বা আমাদের পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক জলবায়ু হোক, শিক্ষাটি একই: জল আমাদের সকলকে সংযুক্ত করে। এর ভবিষ্যৎ কেবল সরকার, বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠান বা দেশ দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারে না। জল আমাদের সকলের সম্পদ। জল সুরক্ষা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের সকলে মিলে প্রতিটি ফোঁটা জল সুরক্ষিত করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’-এর আহ্বানে অবদান রাখা নিশ্চিত করতে হবে। (লেখক কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী)

প্রতিরক্ষা উৎপাদনে রেকর্ড, ১.৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছল ভারতের উৎপাদন

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পে উৎপাদন, দেশীয়করণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নতুন গতি দেখা দিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন রেকর্ড ১.৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ১৫.৬ শতাংশ বেশি। ২০২১ অর্থবর্ষ থেকে হিসাব করলে উৎপাদনে প্রায় ১৮ শতাংশের বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে বলে একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এমকেই গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন, বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দেশীয় নকশা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রসার এবং একাধিক বৃহৎ প্রতিরক্ষা প্রকল্পের পাইপলাইন এই বৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা রপ্তানিও ৬৩ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা সরবরাহকারী হিসেবে ভারতের অবস্থান আরও বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে ৮০টিরও বেশি দেশে ভারতীয় প্রতিরক্ষা পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। এর মধ্যে আমেরিকা, ফ্রান্স ও আর্মেনিয়া অন্যতম প্রধান ক্রেতা। সরকার ২০২৯ অর্থবর্ষের মধ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং প্রতিরক্ষা রপ্তানি ৫০ হাজার কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। দেশীয়করণের ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাঁচটি ইতিবাচক দেশীয়করণ তালিকায় ৫,০১২টি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,০২৫টি দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি, 'সৃজন' পোর্টালের মাধ্যমে ৩৮ হাজারেরও বেশি সামগ্রী দেশীয়করণের জন্য চিহ্নিত হয়েছে এবং ১৩,৯০০টিরও বেশি সামগ্রী সফলভাবে দেশীয়করণ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রায় ১.৪ লক্ষ কোটি টাকার আধুনিকীকরণ বাজেটের ৭৫ শতাংশ দেশীয় শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্বও ২০২৫ অর্থবর্ষের ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৬ অর্থবর্ষে ২৪ শতাংশ হয়েছে। এর আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রতিরক্ষা মূলধনী অধিগ্রহণ বাজেটের প্রায় ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৩৪,৭০০ কোটি টাকা বেসরকারি শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খলে বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকার ধরনও বদলাচ্ছে। সংস্থাগুলি প্রচলিত 'বিল্ড-টু-প্রিন্ট' মডেলের বাইরে গিয়ে 'বিল্ড-টু-স্পেসিফিকেশন', 'বিল্ড-টু-ডিজাইন' এবং 'বিল্ড-টু-রিকোয়ারমেন্ট' সক্ষমতা গড়ে তুলছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা 'লিড সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর' হিসেবে নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করছে। এর ফলে জটিল প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মের নকশা, সংযুক্তিকরণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা মূলধনী বরাদ্দ প্রায় ১.৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি। এর ফলে তিন বাহিনীর জন্য বড়সড় অস্ত্র ও সরঞ্জাম সংগ্রহের পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে। বায়ুসেনার গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে মাল্টি-রোল ফাইটার এয়ারক্রাফ, এলসিএ তেজস মার্ক-২, সুখোই-৩০ এমকেআই আপগ্রেড, মিডিয়াম ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফ, অতিরিক্ত এস-৪০০ ব্যবস্থা এবং অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ। স্থলসেনার পরিকল্পনায় রয়েছে ফিউচার ইনফ্যান্টি কমব্যাট ভেহিকল, ফিউচার রেডি কমব্যাট ভেহিকল, কে-৯ বজ্র-টি, কিউআরএসএএম, আকাশ-এনজি, লইটারিং মিউনিশন, হেলিকপ্টার এবং পরবর্তী প্রজন্মের পিনাকা ব্যবস্থা। অন্যদিকে, নৌবাহিনী 'প্রজেক্ট-৭৫আই', অতিরিক্ত স্করপিন সাবমেরিন, পরবর্তী প্রজন্মের ফ্রিগেট, নেভাল ইউটিলিটি হেলিকপ্টার, আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল এবং দেশীয় ক্যারিয়ার-ভিত্তিক যুদ্ধবিমান নিয়ে কাজ করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ অর্থবর্ষে রেকর্ড উৎপাদন এবং সামনে উচ্চাভিলাষী উৎপাদন ও রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প এখন স্বল্পমেয়াদি ক্রয়চক্রের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে।

স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলি, তিন সন্তানকে পণবন্দি; আজমগড়ে পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যু

আজমগড়, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলি করে তিন সন্তানকে একটি ঘরে পণবন্দি করে রাখার অভিযোগ ওঠা এক ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা অচলাবস্থার পর পুলিশের অভিযানে নিহত হয়েছে। পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের এক ছেলেরও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। নিহত ব্যক্তির নাম অরবিন্দ সিং। পুলিশের দাবি, সংঘর্ষের সময় অরবিন্দ তার এক সন্তানকেও গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অরবিন্দ ও তার ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনেরই মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ অরবিন্দ বাড়িতে ফিরে দেখেন, তার স্ত্রী বাবিতা সিং (৩২) দুই পুরোহিত মহেন্দ্র পাঠক (৬০) ও অখিলেশ মিশ্র (৫০)-কে নিয়ে একটি ধর্মীয় আচার পালন করছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই অনুষ্ঠান নিয়ে অরবিন্দ আপত্তি জানালে তার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের বচসা শুরু হয়। এরপর তিনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র বের করে স্ত্রীকে গুলি করেন এবং পরে দুই পুরোহিতকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে।

এরপর তিন সন্তানকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজেও সেখানে আটকে থাকেন অরবিন্দ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আত্মসমর্পণের জন্য বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি বাইরে আসতে অস্বীকার করেন এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। বারাণসী জোনের অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (এডিজি) নবীন অরোরা জানান, প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে পুলিশ অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ির ভিতর থেকে গুলি চালানো হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অরোরার বক্তব্য অনুযায়ী, অরবিন্দের গুলির মুখে পুলিশ আধিকারিক ও স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের সদস্যরা বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশ স্টান গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে অভিযানে নামে এবং পরে পাল্টা গুলি চালানো হয়। পুলিশ তিন শিশুকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে জানা যায়, একটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। দুই মেয়েশিশু আতঙ্কিত ও শারীরিকভাবে দুর্বল অবস্থায় ছিল। পুলিশের দাবি, অরবিন্দ তার বড় মেয়েকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। আজমগড়ের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অনিল কুমার অরবিন্দ ও তার ছেলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ জানিয়েছে, অরবিন্দের আচরণ নিয়ে পরিবারের সদস্যদের আগে থেকেই অভিযোগ ছিল। পুলিশ পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছে। পুলিশের দাবি, অরবিন্দের মা ও স্ত্রী তার বিরুদ্ধে পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ করেছিলেন।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, পরিবারের সদস্যরা অরবিন্দের আচরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তার ওপর কোনও অশুভ প্রভাব রয়েছে বলে সন্দেহ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠান নিয়েই অরবিন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা আইএএনএস-কে জানান, ওই অনুষ্ঠানে মোট পাঁচজন পুরোহিত এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন পালিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং বাকি দুই পুরোহিত গুলিবিদ্ধ হন বলে অভিযোগ। আরও এক স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, চার দিন ধরে ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল এবং চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার প্রার্থনার সময় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ পুরো ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং গুলি চালানো ও পণবন্দি পরিস্থিতির কারণ খতিয়ে দেখছে।

3rd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, It has been reported by Sri Subhankar Biswas, FR, I/c, PPU, Unakoti vide OR No.02/FPU- Unakoti /2026-27 dated 02/04/2026 under Kailashahar Forest Sub- Division, on 02-04-2026 at about 09:30 PM over patrolling duty along with the staff he has apprehended 1 (One) nos vehicle bearing Registration no. TR-02H-1948, (Engine no. 2751D107ARYS09317 Model-TATA ACE and Chasis no. MAT445553JZA04029) from Paschim Kaulikura area, under Jalai beat with loaded 0.389 cum teak sawn timber without valid documents, and brought under the custody of Sub-Divisional Forest Officer's office complex. Kailashahar for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide notification No.F.7(310)/For/FP. 2016/25701-747, dated 15-11-2016 of Addl. Secretary to the Government of Tripura, as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section,52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle bearing Registration TR-02H-1948, (Engine no.-2751D107ARYS09317 Model-TATA ACE and Chasis no. MAT445553JZA04029) from Paschim Kaulikura area, under Jalai beat with leaded 0.389 cum teak sawn timber without valid documents, violating the Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence u/s 41, 42, 52 and 52(A) of IFA 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

WHEREAS, a Claimant Notice vide NO.17-1/Con/ TR-02H-1948/SDFO-KLS/2025-26/967-98 dated, 27-05-2026 & NO.17-1/Con/ TR-02H-1948/SDFO-KLS/2025-26/2180-2220 dated, 07-07-2026 has been issued from this office and no Claim has been made till date.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the legal owner (s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kailashahar) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owner (s) or his's/her's/their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period, the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces should be taken ex-parte.

Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at SDFO office complex Kailashahar.

Issued under my Seal & Signature this day on 11.09.2026

Sd/- (Subham Das, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Kailashahar Forest Sub-Division

ICA/D-1033/26

P'NIeT No.: 103/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated : 21/09/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:-

DNIT No.	73/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work:	Providing, Installation & commissioning of 03(three) Nos. Split type Hi-wall air Conditioning System at newly renovated old SDM office for Court of SDJM & Civil Judge (Jr. Divn), Teliamura ,Khowai Tripura.
Estimated cost:	Rs. 2,08,425.00
Time of Completion:	30 days
Bid fee:-	Rs. 1000.00
Earnest Money:	Rs. 4,169.00
Last date and time of submission of bid:	28/09/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-2018/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: 03/2026-27

The Chief Executive Officer, Melaghar Municipal Council, invites on behalf of the Melaghar Municipal Council sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking/ enterprise & eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 30-09-2026 on 1500hrs for the following works:

1. Construction of brick masonry wall for road side near Badal Das house at ward no. 01 under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27
(DNIT: 10/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 180560.00.00, EMD: Rs. 1806.00, Completion: 60 days)
2. Construction of bamboo palasiding (temporary) near Moushumi Laskar house at Jagannathbari connecting road under Melaghar Municipa Council during the year 2026-27.
(DNIT: 11/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 133176.00, EMD: Rs. 1332.00, Completion: 60 days)
3. Maintenance of brick soling road from PWD Jagannathbari main road to Narayan Debnath house under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27.
(DNIT: 12/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 192609.00, EMD: Rs. 1926.00, Completion: 60 days)
4. Maintenance of brick soling road from Tapas Saha house to Bhushan Debnath house under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27.
(DNIT: 13/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 188659.00, EMD: Rs. 1887.00, Completion: 60 days)
5. Laying of cement concrete interlocking paver block on road surface from Jhutan Barman house to Sajal Barman house at ward no-10 unde Melaghar M.C. during the year 2026-27.
(DNIT: 14/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 193940.00, EMD: Rs. 1939.00, Completion: 60 days)
6. Laying of cement concrete interlocking paver block on road surface from PWD road (black top road) to Jhutan Barman house at ward no-10 unde Melaghar M.C. during the year 2026-27.
(DNIT: 15/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 194076.00, EMD: Rs. 1941.00, Completion: 60 days)
7. Laying of cement concrete interlocking paver block on road surface from PWD road (black top road) to Ranjit Das house at ward no-10 under Melaghar M.C. during the year 2026-27.
(DNIT: 16/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 191520.00, EMD: Rs. 1915.00, Completion: 60 days)
8. Maintenance of ward office 13 Yubarajghat at ward no. 13 under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27.
(DNIT: 18/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 484796.00, EMD: Rs. 4848.00, Completion: 60 days)
9. Maintenance of CC road near Pabitra Das house at W/N-01 under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27.
(DNIT: 19/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 193826.00, EMD: Rs. 1938.00, Completion: 60 days)
10. Laying of paver block on road surface from near Titan Saha house to Dilip Sutradhar house at W/N-12 under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27 [SH: Subgrading, flat brick soling, laying of paver block, construction of side wall etc.].
(DNIT: 22/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 193391.00, EMD: Rs. 1934.00, Completion: 60 days)
11. Construction of ward office in temporary nature at ward no. 07 under Melaghar Municipal Council during the year 2026-27.
(DNIT: 23/MMC/MLG/DNIT/2026-27, Estimated Cost: Rs. 194055.00, EMD: Rs. 1941.00, Completion: 60 days)

Last date & time for receipt of application for tender form purchase: **25-09-2026, 03:00 PM**
Date and time for receipt of issued tender form: **28-09-2026, 10:00 PM to 29-09-2026, 03:00 PM.**
Date and time of opening of tender: **30-09-2026, 04:00 PM (If possible).**
Place of sale of tender form: **Office of the Melaghar Municipal Council, Sepahijala, Tripura.**
Class of tenderer: **Appropriate Class**
Earnest money (EMD) should be deposited in any nationalized bank of india guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit-at-call" c "Demand Draft" in favor of The Chief Executive Officer, Melaghar Municipal Council. The Deposit-at-call or Demand Draft must be submitted along with the tender. Demand drafts furnished towards Earnest Money along with the tender shall be valid for a period of 3 (three) months from the last date of receipt of tender or more.
Tender documents shall be issued on payment of Rs.1000.00 (One Thousand) only in cash/ Demand Draft (Non-Refundable) on 28-09-2026, 10:00AM to 29-09-2026 02:00 PM as specified above on production of documentary proof of registration of the firm along with an application.
Tender(s) can be sent through Registered Post/Speed Post or dropped in the tender box at the office of the Melaghar Municipal Council, Melaghar, Sepahijala Tripura so as to reach or dropped well within the last date for receipt as specified above. Sealed tender(s) received shall be opened on the given date if possible or on the next working day by the Melaghar Municipal Council in presence of intending tenderers and other tenderers who may like to be present.
For any other Information, the tenderers may contact in the office of the Melaghar Municipal Council from 10:00 AM to 03:00 PM from 23-09-2026 to 29-09-2026 specified as above.

ICA/C-2016/26

Chief Executive Officer
Melaghar Municipal Council
Melaghar Sepahijal, Tripura

মিজোরামে অসম রেজিমেন্টের জওয়ান খুনের ঘটনায় ৬ জন গ্রেফতার, আটক ২ নাবালক

আইজল, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মিজোরামের কোলাসিব জেলায় ২৯ বছরের অসম রেজিমেন্টের জওয়ান জাকারিয়া লালহরিয়াতলুয়াঙ্গাকে হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরও দুই নাবালককে আটক করে জেলা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার ছয় অভিযুক্ত হলেন জোরেমথাঙ্গি (৩৮), ইমানুয়েল লালছানহিমা (২৭), লালহুন্দিকা (২৯), লালনুনফিমা (২৬), ডেভিড রেমরুয়াতপুইয়া (১৮) এবং মালসাওমতলুয়াঙ্গা (২৪)। তাঁরা সকলেই কোলাসিব জেলার কাউনপুই শহরের হামার ভেং এলাকার বাসিন্দা। ছয়জনকেই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে কোলাসিব জেলা কারাগার ও সংশোধন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, দুই নাবালককে পুলিশ হেফাজত বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে নেওয়া হয়নি। তাঁদের জেলা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। কাউনপুই থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ১০৩(১), ১১৫ ও ৩(৬) ধারায় এবং মিজোরাম লিকার প্রহিবিশন অ্যাক্ট, ২০১৯-এর ৬(২) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। জাকারিয়া লালহরিয়াতলুয়াঙ্গা জম্মু ও কাশ্মীরে অসম রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ছুটিতে নিজের গ্রাম নিউ বিলুমে ফেরার পথে তিনি লেংপুই বিমানবন্দরে পৌঁছন। বিমানবন্দর থেকে তাঁর বন্ধু জন লালতানপুইয়া একটি ট্রাকে করে তাঁকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন। বুয়ালপুই এলাকার কাছে জাতীয় সড়ক-৩০৬-এর কফি বোর্ডের বাগানের কাছে রাস্তার একটি ক্ষতিগ্রস্ত অংশে দুটি ট্রাক পরস্পরকে পাশ কাটাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এরপর দুই চালকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, একদল যুবক সেখানে এসে জাকারিয়ার বন্ধুকে মারধর করে। বন্ধুকে রক্ষা করতে জাকারিয়া এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরে তাঁর মৃত্যু হয়। পোস্টমর্টেমের পর জওয়ানের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পরিবার জানিয়েছে, জাকারিয়া ২০১৭ সালে অসম রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন এবং শ্রীনগরে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় কনিষ্ঠ এবং বৃদ্ধ বাবা-মায়ের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। তাঁর পরিবার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE-BSLD/PWD(R&B)/2026-27

The Executive Engineer, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R & B), Gakulnagar, Sepahijala District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD / MES / Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria) for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 65/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 47,99,153.00	₹ 95,983.00	150 (One Hundred Fifty) days
2.	DNIeT No: 66/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 93,49,382.00	₹ 1,86,988.00	180 (One Hundred Eighty) days
3.	DNIeT No: 67/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 80,83,066.00	₹ 1,61,661.00	120 (One Hundred Twenty) days
4.	DNIeT No: 68/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 43,13,400.00	₹ 86,268.00	120 (One Hundred Twenty) days
5.	DNIeT No: 97/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 43,10,752.00	₹ 86,215.00	120 (One Hundred Twenty) days
6.	DNIeT No: 98/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 47,84,562.00	₹ 95,691.00	120 (One Hundred Twenty) days
7.	DNIeT No: 99/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 76,89,946.00	₹ 1,53,799.00	180 (One Hundred Eighty) days
8.	DNIeT No: 100/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 84,90,080.00	₹ 1,69,802.00	180 (One Hundred Eighty) days
9.	DNIeT No: 101/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	₹ 38,04,941.00	₹ 76,099.00	180 (One Hundred Eighty) days

- Date of publishing of bid: Date 18-09-2026
- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 25-09-2026
- Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 25-09-2026
- Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
- Class of tenderer; APPROPRIATE Class
- Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically

For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-2009/26

(Er. P. S. Banik)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

'মহিলাদের হেনস্থা করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না': জামুই কাণ্ডে বললেন বিহারের মন্ত্রী

পাটনা, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহারের মন্ত্রী রাম কৃপাল যাদব বুধবার বলেছেন, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এমন কোনও কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে তিনি জানান, মহিলাদের নিরাপত্তা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

বিহারের জামুই জেলায় এক নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগ এবং তার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই মন্ত্রীর এই মন্তব্য সামনে এসেছে। মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাম কৃপাল যাদব বলেন, "সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, সরকার তাদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা যখন সরকারের অগ্রাধিকার। মহিলাদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না এটাই সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং সেই অনুযায়ী সরকার কাজ করছে। গতকাল আপনারা তার ফল দেখেছেন।" তিনি আরও বলেন, "যে কেউ কোনও মহিলাকে হেনস্থা করবে, তাকে রেয়াত করা হবে না। এখনও পর্যন্ত অর্ধেক এনকাউন্টার হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কিছু হতে পারে। তাই যারা এই ধরনের কাজে যুক্ত, তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।"

জামুই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের প্রসঙ্গেই মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। পুলিশের দাবি, মামলায় মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব-সহ মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নন্দন যাদবকে গ্রেফতারের পর মঙ্গলবার সকালে তাকে এবং আর এক অভিযুক্ত হরেরাম যাদবকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের দাবি, সেখানে দু'জন হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর তাদের ধরতে পুলিশ পদক্ষেপ করে। পুলিশের দাবি, ধাওয়া করার সময় নন্দন যাদবের পায়ে গুলি লাগে। হরেরাম যাদব পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান বলে জানা গিয়েছে। পরে দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিহারে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার তেজস্বী যাদব মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করে অভিযোগ করেন, এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে রাজ্যে কোথাও মহিলারা ও মেয়েরা নিরাপদ নন।

তেজস্বীর বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে। সরকারের সমালোচনার জন্য তেজস্বীকে নিশানা করে তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং বিহারের প্রাক্তন সরকারের সময়কে বিরোধীদের ব্যবহৃত 'জঙ্গলরাজ' শব্দের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জামুইয়ের এই ঘটনা এখন বিহারে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপকে তুলে ধরছে, অন্যদিকে বিরোধীরা রাজ্যে মহিলা ও কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

জয়পুরে মার্সিডিজ ওয়ার্কশপে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে গেল আটটি বিলাসবহুল গাড়ি

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের জয়পুরের বালাজি মার্কেটে একটি মার্সিডিজ ওয়ার্কশপে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় আটটি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে। আগুনে দামি যন্ত্রাংশ ও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সামগ্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। আগুনের ঘন কালো ধোঁয়া প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল। ওয়ার্কশপটি সাঙ্গানের সদর থানার আওতাধীন। আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকলের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। আগুন যাতে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আগুন লাগার সময় ওয়ার্কশপে নতুন ও পুরনো মিলিয়ে ৫০টিরও বেশি গাড়ি ছিল। আগুনে প্রায় আটটি গাড়ি সম্পূর্ণ বা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে দমকলকর্মী ও পুলিশকর্মীরা দ্রুত বেশ কয়েকটি গাড়ি নিরাপদে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। দমকল আধিকারিক উষা শর্মা জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রায় ১০টি দমকলের গাড়ি মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আগুন নেভানোর কাজ চলে এবং দমকলের গাড়িগুলি দুই ডজনেরও বেশি বার যাতায়াত করে। সাঙ্গানের সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কমলেশ শর্মাও জানান, বেশ কয়েকটি গাড়ি নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। গাড়ি, যন্ত্রাংশ ও ওয়ার্কশপের অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগে বুধবার জয়পুরের নারায়ণ সিং সার্কেলের কাছে একটি মলেও আগুন লাগে। দুপুর প্রায় ২টার দিকে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মলের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর ১৬টি স্থানে ইডির তল্লাশি, অর্থ পাচার ও এফইএমএ লঙ্ঘনের অভিযোগ

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আর্থিক অনিয়ম, বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন এবং একটি কর্পোরেট সংস্থা অধিগ্রহণে অনিয়মের অভিযোগে বুধবার কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মোট ১৬টি স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সকাল থেকেই কলকাতার দুটি জায়গায় ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি ও অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। সূত্রের খবর, দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরে দুটি কর্পোরেট সংস্থার পরিচালকদের বাসভবনেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীরা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও কর্পোরেট নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন। সূত্রের দাবি, মামলায় বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের নামে প্রতারণা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই একাধিক শহরে সমন্বিত তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (এফইএমএ)-এর সম্ভাব্য লঙ্ঘন এবং ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (এমবিইসিএল)-এর নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত তহবিলের ব্যবহার ও অর্থের গতিপথে কথিত অনিয়ম। তল্লাশি চালানো স্থানগুলির সঙ্গে এমবিইসিএল এবং সংস্থাটির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এর মধ্যে একাধিক বেসরকারি সংস্থাও রয়েছে। ইডি এও খতিয়ে দেখছে, ২০১৬ সালের দেউলিয়া ও দেউলিয়া আইন-এর ২৯এ ধারায় সম্ভাব্যভাবে অযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের পথ তৈরি করতে ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করা হয়েছিল কি না। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তির অভিযান চলছে। কলকাতার পাশাপাশি দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতেও ইডির পৃথক দল তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে ১৬টি স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আগরতলায় রয়্যালওক ফার্নিচারের ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের উদ্বোধন

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফার্নিচার ব্র্যান্ড রয়্যালওক ফার্নিচার আগরতলায় তাদের নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের উদ্বোধন করল। এই স্টোরে ক্রেতাদের জন্য থাকছে রয়্যালওকের বিশেষ কান্ট্রি স্টোর কালেকশনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ফার্নিচারের বিস্তৃত সম্ভার।

জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, বিশেষ কল্যাণ ও সামাজিক শিক্ষা এবং শ্রম দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়; খাদ্য, গণবণ্টন ও ভোক্তা বিষয়ক, পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী; খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক রতন চক্রবর্তী; লোহিয়া গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান কৈলাস চন্দ্র লোহিয়া; ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনার এবং এম/এস লোহিয়া গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রতিনিধি রাহুল লোহিয়া; এবং রয়্যালওক ইনকর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের ফ্র্যাঞ্চাইজি হেড কিরণ ছাবরিয়া।

আগরতলায় এই সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে শহরের মানুষের কাছে উন্নতমানের ফার্নিচার পৌঁছে দেওয়ার প্রতি রয়্যালওকের দায়বদ্ধতা আরও একবার স্পষ্ট হল। গত কয়েক বছরে রাজ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করেছে। একই সঙ্গে একাধিক বিক্রেতা ও ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারণের পথও তৈরি হয়েছে।

১২,০০০ বর্গফুটের এই স্টোরে বাড়ির প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার। লিভিং রুম, শোবার ঘর, ডাইনিং স্পেস, স্টাডি ও অফিস, আউটডোর, হোম ডেকর, ম্যাট্রেস-সহ নানা ধরনের পণ্য পাওয়া যাবে এখানে। আগরতলার বাসিন্দারা এখন নিজেদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্টাইলিশ, আধুনিক ও কার্যকরী ফার্নিচারের বিস্তৃত সম্ভার এক ছাদের নীচে, সাশ্রয়ী মূল্যে, নিজেদের শহরেই পাবেন।

নতুন স্টোরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রয়্যালওক ফার্নিচারের চেয়ারম্যান বিজয় সুব্রহ্মণ্যম বলেন, "আগরতলায় আমাদের ফ্ল্যাগশিপ স্টোর চালু করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমানে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আমাদের ২৫০-রও বেশি স্টোর রয়েছে। আগরতলায় এই নতুন স্টোর চালু করা আমাদের গ্রাহকদের আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। একই সঙ্গে এই বাজারের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার প্রতিও আমাদের আস্থা রয়েছে।" তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, আগরতলার মানুষ সাশ্রয়ী দামে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য দিয়ে নিজেদের ঘর সাজাতে আগ্রহী। এখানকার গ্রাহকদের জন্য উন্নতমানের পণ্য ও ব্যতিক্রমী পরিষেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনারদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি আগরতলার মানুষের পাশে থাকার জন্য এবং তাঁদের স্বপ্নের বাড়ির জন্য উপযুক্ত ফার্নিচার বেছে নিতে সাহায্য করার জন্য।"

About Royaloak Furniture: Royaloak Furniture is India's No.1 furniture brand, offering an exclusive range of modern and luxurious furnishings for every Indian home. Founded in 2010, it has grown into one of India's most trusted and dynamic furniture brands, and a presence spanning over 250 stores across India and the UAE. As the largest omnichannel furniture retailer in the country, Royaloak offers a distinguished collection of more than 10,000 products sourced from 12 countries, featuring a unique blend of American, Italian, Malaysian, and wooden styles. The brand is renowned for its innovative, multi-functional, and ergonomic furniture designs that cater to modern living needs, including hydraulic storage beds, sofa-cum-beds, and extendable dining sets. Royaloak's commitment to quality is further reflected in its use of sustainable materials such as Sheesham and engineered wood, balancing durability with eco-conscious practices.
Address: Subham Solitaire Commercial Block, Assam - Agartala Road, Agartala - 799008

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা যন্ত্রণা কারণ কী

সকালে অ্যালার্ম বাজল। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। উলটে মাথাটা যেন ভীষণ ভারী হয়ে আছে। সকাল সকালই মেজাজ একেবারে খিটখিটে। অফিসে গিয়েও কাজে মন বসছে না। এমনটা কি রোজই ঘটছে? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে বুঝতে হবে ঘুমের সমস্যা বড়সড় আকার নিচ্ছে। রোজকার কিছু ছোট ছোট ভুল অভ্যাসই কিন্তু এই বিপদের কারণ।

কেন এমনটা ঘটে?

শারদাকেয়ারের নিউরোলজি বিভাগের হেড এবং সিনিয়র ডিরেক্টর, ডক্টর অতমপ্রীত সিং একটি পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। তাঁর মতে, বর্তমান লাইফস্টাইল বা জীবনযাত্রাই এর প্রধান কারণ। কাজের চাপে দেরি করে ঘুমোতে যাওয়া, রাত জেগে মোবাইল ঘাঁটা, রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়া, এগুলো এখন জলভাত। আর প্রতিদিন আলাদা আলাদা সময়ে ঘুমোনোর অভ্যাসই হল আসল কালপ্রিট। এর ফলে শরীর এবং মস্তিষ্ক একেবারেই পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় না। ঠিক সেই কারণেই পরের দিন সকাল থেকে সারা শরীর জুড়ে চরম ক্লান্তি আর বিরক্তি কাজ করে।

বেশি ঘুমালেই কি সমাধান?

অনেকেই ভাবেন, ছুটির দিনে অনেকটা বেশি ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে। কিন্তু এটি একটি মস্ত বড় ভুল ধারণা। ভালো ঘুম মানে শুধু বেশিক্ষণ ঘুমানো নয়। ঘুমটা একটানা এবং শান্তির হওয়া ভীষণ জরুরি। সারা দিনের ক্লান্তির পর ঘুমের সময়ই মস্তিষ্ক নিজেকে সারিয়ে তোলে। তাই দিনের পর দিন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে পরের দিন ক্লান্তি তো আসেই। এমনকী, দীর্ঘ মেয়াদে স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতাও কমে যায়।

বিপদের সংকেত বুঝবেন কীভাবে? সকালে মাথা যন্ত্রণার সঙ্গে যদি রাতে প্রচণ্ড নাক ডাকার সমস্যা থাকে, তবে সাবধান হতে হবে। ঘুমের মধ্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হলে বা বারবার ঘুম ভেঙে গেলে তা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। অনেক সময় পর্যাপ্ত ঘুমোনোর পরেও যদি সারা দিন ক্লান্তি থাকে, তবে তা স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো বড় কোনও সমস্যার সংকেত হতে পারে। এই ধরনের লক্ষণ কখনওই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সুস্থ থাকার সহজ উপায়

রোজ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হবে।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে মোবাইল বা ল্যাপটপের পর্দা থেকে শতহস্ত দূরে থাকা জরুরি।

রাতে চা বা কফির নেশা একদম কমিয়ে ফেলতে হবে।

এই নিয়মগুলো মেনে চলার পরেও যদি মাথা যন্ত্রণা বা মনঃসংযোগের অভাব না মেটে, তবে ফেলে না রেখে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন পিনাট বাটার

সকালের লোকাল ট্রেন বা অফিস যাওয়ার বাস ধরার যে তাড়া থাকে, সকালের জলখাবার বানানোর বেলাতেও ঠিক তেমনই এক তাড়া কাজ করে! স্কুল, কলেজ বা অফিসের চরম ব্যস্ততায় যখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে দৌড়তে হয়, তখন চটজলদি ব্রেকফাস্টের জন্য পাউরুটি আর পিনাট বাটারের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু মুশকিল হল, দোকান থেকে কেনা পিনাট বাটারের বোতলে অনেক সময়ই মেশানো থাকে নানা রকমের রাসায়নিক, প্রিজারভেটিভ আর অতিরিক্ত চিনি, যা স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই ভালো নয়। আবার দামও বেশ চড়া! জানেন কি ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক ২ মিনিটেই বাড়িতে তৈরি হয়ে যায় দোকানের মতো পারফেক্ট ক্রিমি পিনাট বাটার? আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন! হাতের কাছে যদি আগে থেকে ভাজা বাদাম থাকে, তবে এটা কোনও ব্যাপারই নয়। প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাটে ভরপুর এই খাবার বাড়িতে বানালে বাইরের ভেজাল খাওয়ার কোনও দরকারই পড়ে না। শরীরও ভালো থাকে, আর পকেটের টাকাও বাঁচে। কোনও ঝামেলা ছাড়াই খুব সহজে বাড়িতে এটি তৈরি করা যায়।

কী কী উপকরণ লাগবে?

দোকানের মতো স্বাদ পেতে লাগবে খুব সাধারণ ৩টি জিনিস

খোসাচাড়ানো ভাজা চিনাবাদাম: ২ কাপ

লবণ: সামান্য (স্বাদ অনুযায়ী)

মধু বা চিনি (ঐচ্ছিক): ১ থেকে ২ চা-চামচ (একটু মিষ্টি স্বাদ পছন্দ হলে)

২ মিনিটে বানানোর ম্যাজিক রেসিপি

যেহেতু আগে থেকে ভাজা বাদাম দিয়ে তৈরি হচ্ছে, তাই আলাদা করে বাদাম ভাজার কোনও ঝামেলা বা সময় নষ্ট নেই। সরাসরি একটি ব্লেন্ডারে বা মিক্সার গ্রাইন্ডারে খোসাচাড়ানো ভাজা চিনাবাদামগুলো ঢেলে দিতে হবে। এবার ব্লেন্ডার চালু করতে হবে। প্রথম ৩০ সেকেন্ড ব্লেন্ড করলে বাদামগুলো গুঁড়ো হয়ে যাবে। এরপর ধীরে ধীরে সেগুলো দলা পাকাতে শুরু করবে। টানা এক থেকে দেড় মিনিট ব্লেন্ড করার পরেই বাদাম থেকে তার নিজস্ব তেল বেরিয়ে আসবে। দেখতে দেখতে মিশ্রণটি একদম পেস্টের মতো নরম আর ক্রিমি হয়ে যাবে! মিশ্রণটি ক্রিমি হয়ে এলে তার মধ্যে সামান্য লবণ এবং মধু বা চিনি দিয়ে দিতে হবে। এরপর আরও কয়েক সেকেন্ড ব্লেন্ড করে নিলেই সব উপকরণ একসঙ্গে দারুণভাবে মিশে যাবে। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু পিনাট বাটার! এবার একটি পরিষ্কার ও শুকনো কাচের বয়ামে এই মিশ্রণটি ভরে রাখতে হবে। ফ্রিজে রাখলে বেশ কয়েক সপ্তাহ নিশ্চিন্তে খাওয়া যাবে।

টিপস: ব্লেন্ড করার সময় আলাদা করে তেল বা জল দেওয়ার কোনও দরকার নেই। ভাজা বাদাম ভালোভাবে ব্লেন্ড করলে এমনিতেই তার নিজস্ব তেল বেরিয়ে বেশ ক্রিমি বাটার তৈরি হয়।

গেঁটে বাতের চিকিৎসা

গাউট কথাটা এসেছে গাট্টা থেকে। আগেকার দিনে অভিজাত, বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত একটু ভারী চেহারার মানুষজনদেরই হতো এই রোগ। তাই গাউট বা গেঁটে বাতকে 'ডিজিজ অব কিং অ্যান্ড কুইন' ও বলা হয়। তবে অসুখটি এখন আর তা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমাজের সর্বস্তরেই এই রোগ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, যাঁরা বিলাসবহুল জীবনযাত্রা পছন্দ করেন, স্থূলকায়, হাই প্রেশার-ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভোগেন, আমিষ খাবার (মাংস, সামুদ্রিক মাছ) প্রচুর পরিমাণে খেতে পছন্দ করেন তাঁদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আবার মদ্যপান এবং গাউটের মধ্যেও রয়েছে সম্পর্ক। যাঁরা অ্যালকোহল বেশি পান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে গাউটের লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

গাউটের প্রকারভেদ- গাউট বা গেঁটে বাতকে বলা হয় মেটাবলিক জয়েন্ট ডিজিজ। এগুলি সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়, অ্যাকিউট, ক্রনিক ও ইন্টার ক্রিটিক্যাল গাউট। মূলত ইউরিক অ্যাসিডের গোলমালের জন্য এই রোগ হয়। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার মাংস, সামুদ্রিক মাছ, অ্যালকোহলে থাকে পিউরিন। পিউরিন ভেঙে শরীরে তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড।

একইসঙ্গে সিউডো গাউটও দেখা যায় কারও কারও। সেখানে এমএসইউ (মনোসোডিয়াম ইউরেট) নয়, সিপিপিডি আর বিসিপি ক্রিস্টাল তৈরি হয়। এরসঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের কোনও যোগ নেই। অত্যন্ত বিরল এই সমস্যা।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা- সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ২-৭ মিলিগ্রাম ইউরিক অ্যাসিড ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ২-৬ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা।

সমস্যার উৎস- পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার থেকে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার সময় কিছু ক্রিস্টাল তৈরি হয়। তার নাম এমএসইউ (মনোসোডিয়াম ইউরেট) ক্রিস্টাল। এই ক্রিস্টালগুলো অস্থিসন্ধির মধ্যে জমা হয়। এর ফলে সেখানে যে সাইনোভিয়াল সেল রয়েছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে। তার ফলে প্রদাহ তৈরি হয়। দেখা গিয়েছে, যে সমস্ত ছেলেদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ৭ মিলিগ্রামের বেশি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৬ মিলিগ্রামের বেশি, তাঁদের গেঁটে বাত বা গাউটে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

উপসর্গ-গাউট প্রথমে শুরু হয় পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে। সাধারণত দেখা যায়, কোনও ব্যক্তি বিয়ে বাড়ি বা কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়ে প্রচুর খাওয়াদাওয়া ও মদ্যপান করলেন। পরদিন ভোরবেলা থেকেই তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথা ও তার সঙ্গে ফুলে লাল হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা যেতে পারে। এই হল অ্যাকিউট গাউটের একটা লক্ষণ। এছাড়া, যাঁদের শরীরের ওজন বেশি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আছে, নিয়মিত মদ্যপান করেন (মূলত বিয়ার, হাই স্পিরিট), তাঁরাও এই সমস্যায় ভুগতে পারেন। অ্যাকিউট গাউট দু'-তিন সপ্তাহ স্থায়ী হলে বা বারবার ফিরে এলে তখন তাঁকে ক্রনিক গাউট বলে।

চিকিৎসা- শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে দু'ভাবে। শরীরে বেশি মাত্রায় তৈরি হলে বা ওভার প্রোডাকশন হলে এমন জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিডনি কোনওভাবে ইউরিক অ্যাসিডকে বের করতে না পারলেও গোলমাল দেখা দেয়। চিকিৎসার শুরুতে প্রথমেই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা পরীক্ষা করাতে হয়। তবে অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা খুব বেশি না বাড়লেও রোগের উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে! আসলে ব্যক্তিবিশেষে অসুখের প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে। তাই এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক সময় জয়েন্টের মধ্যে থেকে ফ্লুইড বের করে মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে এমএসইউ ক্রিস্টাল দেখা হয়। আল্ট্রাসোনোগ্রাম, বিশেষ ধরনের সিটিস্ক্যান দিয়েও ক্রিস্টালগুলি দেখা হয়। এরপর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে চিকিৎসা শুরু হয়।

ওষুধ-অ্যাকিউট গাউটের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধগুলি খাওয়ার পরামর্শ দিই, সেগুলি দিয়েই প্রথমাবস্থায় গাউটের চিকিৎসা হয়। এর ১-২ সপ্তাহ পর যখন ব্যথা খানিকটা কমে যায়, তখন ওই ক্রিস্টালগুলি বের করার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। কিছু ওষুধ আছে যা কিডনি দিয়ে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দেয়। তবে ওষুধ বন্ধ করা যায় না। একটানা খেয়ে যেতে হবে। তাতে নতুন করে গাউটের সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়া প্রতিরোধ করা যাবে। তবে তার সঙ্গে ডায়েট ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন দরকার। আশা করা যায় তাতেই রোগী উপকার পাবেন।

আলুর জন্মের ওপর বড় হাত রয়েছে টমেটোর

রবিবারের খাসির মাংসের ঝোল হোক বা রাস্তার ধারের গরম গরম চপ আলু ছাড়া বাঙালির পাত একেবারেই ম্যাড়ম্যাড়ে। শুধু আমাদের বাংলা নয়, গোটা বিশ্বেই আলুর তুমুল কদর। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন, সবার প্রিয় এই আলুর জন্ম ঠিক কীভাবে হল? এতদিন এই ইতিহাস একটা বড় রহস্য ছিল। তবে সম্প্রতি বিজ্ঞান পত্রিকা 'সেল'-এ প্রকাশিত এক গবেষণা এই রহস্যের পর্দা ফাঁস করেছে। আর তাতেই বেরিয়ে এসেছে এক চমকে দেওয়া তথ্য। আজকের এই আলুর জন্মের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান নাকি টোম্যাটোর!

কী বলছে গবেষণা?

চিনা অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা আলুর নাড়িনক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে প্রায় ৫০০-র বেশি বুনো ও চাষের আলুর ডিএনএ পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, আলু এবং টোম্যাটো আসলে একই পরিবারের সদস্য। আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে এদের পূর্বপুরুষ একই ছিল। সময়ের নিয়মে একটা সময় তারা আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু আসল ম্যাজিকটা ঘটে আরও প্রায় ৫০ লক্ষ বছর পর। প্রকৃতির খেয়ালেই একটি বুনো টোম্যাটো এবং আলুর এক প্রাচীন বুনো জাতভাইয়ের মধ্যে মিলন ঘটে। এবার আসা যাক সেই জাদুতে! টোম্যাটোর আমরা ফল খাই, আর মাটির নীচে থাকে আলু। কিন্তু আলুর ওই প্রাচীন জাতভাইয়ের মাটির নীচে কাণ্ড থাকলেও তাতে গোলগাল কোনও আলু ফলত না! তা হলে আলু এল কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই দুই গাছের মিলনের ফলে জিনের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। 'StSP6A' নামের একটি বিশেষ জিনের জাদুতে গাছের যাবতীয় শক্তি বা শর্করা মাটির নীচের কাণ্ডে জমতে শুরু করে। আর সেটাই ক্রমশ ফুলে ফেঁপে আজকের আলুর আকার নেয়। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন জরুরি ছিল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার রুক্ষ ও প্রতিকূল পরিবেশে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সেখানকার হাড়কাঁপানো ঠান্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় মাটির উপরে টিকে থাকা উদ্ভিদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তাই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতেই এই অভিনব অভিযোজন। মাটির নীচে পুষ্টি সঞ্চয় করে রাখা এবং বীজ ছাড়াই অযৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির তাগিদেই জন্ম নেয় আজকের এই কন্দজাতীয় আলু। বাঙালির হেঁশেলে এই আলুর প্রবেশ হল কীভাবে? আলুর জন্মের গল্প তো জানলেন, কিন্তু আমাদের ভারতে, বিশেষ করে বাঙালির হেঁশেলে এই আলুর প্রবেশ হল কীভাবে? ইতিহাস বলছে, আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে পর্তুগিজ নাবিকদের হাত ধরেই ভারতে প্রথম আলু এসেছিল। মাসের পর মাস সমুদ্রযাত্রায় পেট ভরাতে সহজে না-পচা আলুই ছিল তাদের প্রধান ভরসা। এরপর ব্রিটিশ আমলে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সস্তায় ফলিয়ে ইউরোপে বিক্রির আশায় ভারতে আলুর ব্যাপক চাষ শুরু করেন। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি এলাকা নৈনিতাল, মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি হয়ে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। এরপর কলকাতার আশেপাশে ইংরেজরা আলুর চাষ শুরু করতেই কেল্লাফতে! বাঙালির পাতে সেই যে আলু পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিল, আজও তার রাজত্ব সমান দাপটের সঙ্গে চলছে।

বাড়ির মূল গেটের সামনে কোন দেবতার ছবি রাখা উচিত

মা কালী হলেন আদি শক্তির এক পরাক্রমশালী ও উগ্র রূপ। তন্ত্র সাধনা ও শক্তি উপাসনায় তাঁর আরাধনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তবে, বাস্তুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, মা কালীর উগ্র বা সংহারক রূপের মূর্তি বাড়ির প্রবেশদ্বারে রাখা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের উগ্র রূপের শক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়। ঘর সাজাতে বাড়ির ভিতর অনেকেই দেব-দেবীর ছবি ও মূর্তি রাখেন। সিংহাসনে নিত্য দিন পুজো ছাড়াও দেব-দেবীর বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী রাখা উচিত। অনেকে আবার মূল দরজার সামনেও দেব-দেবীর মূর্তি রাখেন। কিন্তু জানেন কি ভগবানের সব ছবি রাখা যায় না মূল ফটকের সামনে।

কোন কোন দেবতার ছবি রাখা উচিত?

বাড়ির মূল গেট একটি সংবেদনশীল স্থান। তাই সেখানে ভগবান গণেশের মূর্তি স্থাপন অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী উগ্র যে সকল দেব-দেবী রয়েছেন তাঁদের ছবি প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা উচিত নয়। হিন্দুধর্মে, ভগবান গণেশ হলেন প্রথম পূজিত এবং বিঘ্ন হরণকারী দেবতা। গণেশের পূজা ছাড়া যে কোনও শুভ কাজ অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই কারণে, বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে গণেশের ছবি বা মূর্তি স্থাপন করার একটি বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, যেহেতু গণেশ বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত থাকলে বাড়িতে অশুভ শক্তি দূরে থাকে। শিবের ছবি নয় ভোলানাথের শান্ত, ধ্যানমগ্ন রূপের পুজো করা উচিত। তবে, বাস্তুশাস্ত্রে বাড়ির প্রধান দরজায় তাঁর উগ্র রূপের ছবি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রধান দরজায় তাণ্ডব মুদ্রায় বা অত্যন্ত উগ্র ভঙ্গিমার ছবি রাখাও সমীচীন নয়। বিশ্বাস অনুসারে, বাড়ির প্রবেশদ্বারে দেব-দেবীদের কেবল শান্ত, প্রসন্ন এবং আশীর্বাদসূচক মুদ্রার রূপই রাখা উচিত

শনিদেব হলেন ন্যায় ও কর্মের দেবতা। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শনিদেবের পূজা করা উচিত। তবুও বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির প্রধান দরজায় তাঁর ছবি বা মূর্তি রাখা পরিহার করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে শনিদেবের পূজা করা অশুভ, বরং তাঁর শক্তি ও দৃষ্টির প্রভাব বিবেচনা করে বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে তাঁর ছবি রাখা নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়।

মা কালী হলেন আদি শক্তির এক পরাক্রমশালী ও উগ্র রূপ। তন্ত্র সাধনা ও শক্তি উপাসনায় তাঁর আরাধনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তবে, বাস্তুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, মা কালীর উগ্র বা সংহারক রূপের মূর্তি বাড়ির প্রবেশদ্বারে রাখা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের উগ্র রূপের শক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়।

সার্বিকভাবে, বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারে উগ্র, যুদ্ধংদেহী বা ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে এমন কোনো দেব-দেবীর ছবি পরিহার করা উচিত এবং কেবল শান্ত, হাস্যোজ্জ্বল ও সদয় ভঙ্গিমার মূর্তি বা ছবি স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এসআইআর-সহ সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত, নির্বাচন কমিশনারদের মতপার্থক্যের প্রতিবেদন খারিজ ইসিআই-এর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) দুই নির্বাচন কমিশনার একাধিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নথিভুক্তভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেনএকটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের এমন প্রতিবেদনের দাবি খারিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রের দাবি, কোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই কোনও নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে ভিন্নমত নথিভুক্ত করেননি। বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি পরিচিত সূত্রগুলি জানিয়েছে, দুই নির্বাচন কমিশনার কিছু বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পরে সেই পর্যবেক্ষণগুলি কমিশনের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হয়। সূত্রের দাবি, এগুলিকে আনুষ্ঠানিক 'ডিসেন্ট' বা ভিন্নমত হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। সম্প্রতি দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ১০ মাসের মধ্যে ১৪টি ক্ষেত্রে দুই নির্বাচন কমিশনার কমিশনের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত আপত্তি জানিয়েছিলেন। প্রতিবেদনে ভোটারদের নতুন করে তালিকাভুক্ত করা, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং কিছু বিষয়ে কমিশনারদের অন্ধকারে রাখার মতো অভিযোগের উল্লেখ করা হয়। ইসিআই সূত্রের আরও দাবি, কমিশনের নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্তে তিন সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে। বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশি কমিশনের তিন সদস্য। সূত্রগুলি আরও জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী তিন সদস্যের মধ্যে কোনও বিষয়ে দুই সদস্য একমত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়। এক ইসিআই সূত্রের বক্তব্য, ''এসআইআর-সহ নির্বাচন কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত এবং দুই নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অনুমোদনেই নেওয়া হয়েছে।''এদিকে বিরোধী দলগুলি ফের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এবং অভিযোগ করেছে, এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যার ফলে ভোটারদের নাম বাদ পড়তে পারে এবং বিজেপি রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবাল দাবি করেছেন, ওই প্রতিবেদন থেকে নাকি স্পষ্ট যে জ্ঞানেশ কুমারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। একই সঙ্গে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন।তবে নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগগুলি খারিজ করে জানিয়েছে, ভোটার তালিকার নির্ভুলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এসআইআর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No: 10/Div-II/AMC/2026-27 **Dated : 22-09-2026**

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No: 13/Div-II/AMC/2026-27	Rs.12,15,822.00	Rs.24,316.00	90 days
2	DNIeT No: 31/Div-II/AMC/2026-27	Rs.15,55,447.00	Rs.31,109.00	90 days
3	DNIeT No: 32/Div-II/AMC/2026-27	Rs.55,00,531.00	Rs.1,10,011.00	120 days
4	DNIeT No: 33/Div-II/AMC/2026-27	Rs.28,50,880.00	Rs.57,018.00	120 days
5	DNIeT No: 34/Div-II/AMC/2026-27	Rs.12,36,968.00	Rs.24,739.00	90 days
6	DNIeT No: 35/Div-II/AMC/2026-27	Rs.27,52,377.00	Rs.55,048.00	90 days
7	DNIeT No: 36/Div-II/AMC/2026-27	Rs.23,50,484.00	Rs.47,010.00	120 days
8	DNIeT No: 37/Div-II/AMC/2026-27	Rs.28,18,171.00	Rs.56,363.00	120 days

Last date and time for document downloading/bidding: **29-09-2026 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtaied from website **https://tripuratenders.gov.in**
Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Coroporation

PNIeT-14/E.E/Div-IV/AMC/26-27 DATE : 18/09/2026
Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works"

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated	Earnest	Time for	Last date and time for document downloading	Time and date of Opening of	Document downloading and biding at	Class of
1	**DNIe-T No:** 41/DIV-IV/AMC/ 2026-27 Tender ID - 2026_ SAMC_ 77026_1	**Rs.32,81,076/-**	**Rs.65,622/-**	60 (Sixty) Days	**25/09/2026 Time 15.00 Hours**	**25/09/2026 Tine 16.00 Hour (if Possible)**	**https://tripuratenders.gov.in**	Enlisted Contractor / Appropriated Class
2	**DNIe-T No:** 42/DIV-IV/AMC/ 2026-27 Tender ID - 2026_ SAMC_ 77028_1	**Rs.25,67,147/-**	**Rs.51,343/-**					
3	**DNIe-T No:** 43/DIV-IV/AMC/ 2026-27 Tender ID - 2026_ SAMC_ 77025_1	**Rs.7,32,347/-**	**Rs.14,647/-**					
4	**DNIe-T No:** 44/DIV-IV/AMC/ 2026-27 Tender ID - 2026_ SAMC_ 77029_1	**Rs.9,28,518/-**	**Rs.18,570/-**					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scantied documents as specified in this tender document on the e procurement website, by the eligible bidders
Sd/-Illegible
Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal

ইসিআই-এর মতপার্থক্য নিয়ে বিতর্ক: কমিশনের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও এসআইআর স্থগিতের দাবি চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়া (ইসিআই)-এর অভ্যন্তরে মতপার্থক্য নিয়ে একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের পর কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি. চিদম্বরম বুধবার দাবি করেছেন, গত কয়েক বছরে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হোক। একই সঙ্গে দেশজুড়ে চলা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া অবিলম্বে স্থগিত করারও দাবি জানান তিনি।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ১০ মাসের মধ্যে অন্তত ১৪ বার দুই নির্বাচন কমিশনার কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়ে নথিভুক্ত আপত্তি জানিয়েছিলেন। প্রতিবেদনে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং কমিশনের কিছু সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের অবহিত না করার মতো বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

চিদম্বরম বলেন, প্রতিবেদনটি সঠিক হলে তা নির্বাচন কমিশনের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তিনি সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের কথা তুলে ধরে বলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হলে সেই সিদ্ধান্তও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছে। তাঁর বক্তব্য, যদি দুই নির্বাচন কমিশনার কোনও বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন, তাহলে কীভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতামতই কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে উঠল, তা পর্যালোচনা করা দরকার। এই প্রেক্ষাপটে তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা এবং এসআইআর প্রক্রিয়া দেশজুড়ে অবিলম্বে স্থগিত করার দাবি জানান।

তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে এই প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা নিয়ে ভিন্ন বক্তব্য সামনে এসেছে। কমিশন সূত্রের দাবি, নির্বাচন কমিশনাররা কোনও বিষয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত বা পর্যবেক্ষণ জানাতে পারেন, কিন্তু কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছে। এসআইআর-সহ কমিশনের সব সিদ্ধান্তে তিন নির্বাচন কমিশনারেরই অনুমোদন ছিল বলে জানানো হয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে অবশ্য নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশির বিভিন্ন বিষয়ে নথিভুক্ত আপত্তির কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, কমিশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সূত্রগুলি দাবি করেছে, সেগুলি আনুষ্ঠানিক 'ডিসেন্ট' নয়, বরং কমিশনের বিবেচনার জন্য দেওয়া পর্যবেক্ষণ ছিল। এসআইআর নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছে।

মেঘালয়ে ইউডিপির ৮ বিধায়ক বিজেপিতে, বিধানসভায় পদ্মের শক্তি বেড়ে ১০

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মেঘালয়ে বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদল। রাজ্যের আঞ্চলিক দল ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি (ইউডিপি)-র আটজন বিধায়ক বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এর ফলে ৬০ সদস্যের মেঘালয় বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে ১০ হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, দলের জাতীয় মুখপাত্র তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে আট বিধায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন।

বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিধায়করা হলেন লাহমেন রিম্বুই, কিরমেন শ্যিলা, বালাজিয়েড কুপার সিনরেম, সিনশার কুপার রয় লিংডোহ থাবাহ, পিউস মারউইন, মায়রালবর্ন সিয়েম, ওলান সিং সুইন এবং ম্যাথিউ বিয়ন্ডস্টার কুরবাহ।

আট বিধায়ককে স্বাগত জানিয়ে কিরেন রিজিজু বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক উদ্যোগই তাঁদের বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রের বাড়তি গুরুত্ব এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও উন্নয়নের পরিসর বদলে দিয়েছে। আগের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্যও তুলে ধরেন তিনি। রিজিজু আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন এবং নির্বাচনী সফর বাদ দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও জনসংযোগের জন্য ৮০ বারেরও বেশি এই অঞ্চলে গিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আট বিধায়কের বিজেপিতে যোগদানের ফলে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমার নেতৃত্বাধীন সরকার আরও শক্তিশালী হবে এবং রাজ্যে বিজেপি ও তার এনডিএ সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়বে। আট বিধায়কের দলবদলের ফলে মেঘালয় বিধানসভায় ইউডিপির শক্তি ১২ থেকে কমে চার হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০-এ। ৩৩ বিধায়ক নিয়ে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র পর এখন বিজেপিই বিধানসভার দ্বিতীয় বৃহত্তম দল।

জানা গিয়েছে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে আট বিধায়ক মেঘালয়-সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এর মধ্যে খাসি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা, কয়লা খনি সংক্রান্ত সমস্যা, মেঘালয় রেসিডেন্টস সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্টের বাস্তবায়ন এবং থেম ইও মাওলং-এর হারিজন কলোনি স্থানান্তরের প্রস্তাবের মতো বিষয় ছিল।

কিরমেন শ্যিলা এর আগে জানিয়েছিলেন, এই বিষয়গুলিতে বিজেপি নেতৃত্বের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পরই তাঁরা দলবদলের সিদ্ধান্ত নেবেন।মেঘালয়ে এই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসআইআর বিতর্কে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা রাহুলের, 'সময় আসবে, ছাড়ব না'

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): চলতি বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার তিনি নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেন, "সময় আসবে, আমরা আপনাদের ছাড়ব না।" সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ রাহুল গান্ধী লেখেন, "'ভোট চুরি' ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং সংবিধানের ওপর সরাসরি আঘাত।" তাঁর অভিযোগ, বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশন মিলে এই কাজ করেছে এবং এর বিচার হবে। একটি ভিডিও বার্তাতেও নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আধিকারিকদের উদ্দেশে রাহুল বলেন, তাঁরা যা করছেন তা ভুল। তিনি এটিকে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' বলে অভিহিত করে বলেন, "সময় আসবে। আমরা আপনাদের ধরব, আপনারা রেহাই পাবেন না।" এই মন্তব্য এমন এক সময় সামনে এল, যখন একটি সর্বভারতীয় দৈনিকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার দুই নির্বাচন কমিশনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়া নিয়ে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। প্রতিবেদনে ভোটার তালিকায় নতুন নাম সংযোজন, নাম বাদ দেওয়া এবং কিছু বিষয়ে কমিশনারদের অবহিত না করার মতো অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশন ওই প্রতিবেদনের দাবি খারিজ করেছে। কমিশনের বক্তব্য, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় লিখিত মতামত, পরামর্শ বা ভিন্নমত স্বাভাবিক বিষয় এবং এগুলি স্বচ্ছতা, আইনি সঙ্গতি ও কার্যপ্রক্রিয়ার কঠোরতা নিশ্চিত করার অংশ। কমিশনের দাবি, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছে।এদিকে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরম সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন রাজ্যে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে স্থগিত করারও দাবি জানান।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 15/EE/DIV-III/ AMC/2026-27, **Dated: 18-09-2026.**
The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

Sl No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Last time and date of Submission
1	Construction of M.B. tilla Market water supply sanitary boundry wall and drain etc. under ward No. 45, AMC **DNIeT.:- 34/EE/Div-III/ AMC/2026-27**	Rs.25,73,029/-	R51,461/-	**120 days**	**21-09-2026 at 15.00 hrs**
2	Construction of paver block road from the H.O. Shilpi Malakar to H.O. Gobinda Biswas via H.O. Haradhan Debnath at Dukli Bankumari, under ward No. 45, AMC. **DNIeT.:- 38/EE/Div-III/ AMC/2026-27**	Rs.4,42,344/-	R8,847/-	**90 days**	
3	Construction of brick soling with R/wall from the H.O. Baban Das to H.O. Babul Acharjee at School para under ward No. 47, AMC. **DNIeT.:- 07/EE/Div-III/ AMC/2026-27**	Rs.6,61,192/-	R13,224/-	**90 days**	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE **28-09-2026**
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**
Sd/-Illegible
Executive Enginder,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 16/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated : 18/09/2026**
The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of RCC open drain at Joynagar Lane No. 05 under Ward No. 34, AMC. **D.N.I.E.T No. 47/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	**Rs. 29,39,076/-**	**Rs. 58,782/-**	**90 (Ninety) days**
2	Development of surrounding area near open GYM near Joynagar Abasan under Ward No. 36, AMC. **D.N.I.E.T No. 48/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	**Rs. 5,15,367/-**	**Rs. 10,307/-**	**90 (Ninety) days**
3	Development of galli with necessary allied works behind Rajnagar graveyard under Ward No. 36, AMC. **D.N.I.E.T No. 49/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	**Rs. 6,52,398/-**	**Rs. 13,048/-**	**90 (Ninety) days**
4	Development of galli and frain with necessary alied works at Joynagar road No. 9 towards Radhamadhab Mandir under Ward No. 36, AMC. **D.N.I.E.T No. 50/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	**Rs. 35,34,908/-**	**Rs. 70,698/-**	**90 (Ninety) days**

1. Last date and time for document downloading/bidding: **25-09-2026 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **25-09-2026 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation
No. 3173-92/F.140/Sd-I/2010 Dated the 18th Sep., 2026

'মহিলাদের হেনস্থা করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না': জামুই কাণ্ডে বললেন বিহারের মন্ত্রী

পাটনা, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহারের মন্ত্রী রাম কৃপাল যাদব বুধবার বলেছেন, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এমন কোনও কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে তিনি জানান, মহিলাদের নিরাপত্তা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

বিহারের জামুই জেলায় এক নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগ এবং তার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই মন্ত্রীর এই মন্তব্য সামনে এসেছে।মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাম কৃপাল যাদব বলেন, "সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, সরকার তাদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা যখন সরকারের অগ্রাধিকার। মহিলাদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে নাএটাই সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং সেই অনুযায়ী সরকার কাজ করছে। গতকাল আপনারা তার ফল দেখেছেন।"তিনি আরও বলেন, "যে কেউ কোনও মহিলাকে হেনস্থা করবে, তাকে রেয়াত করা হবে না। এখনও পর্যন্ত অর্ধেক এনকাউন্টার হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কিছু হতে পারে। তাই যারা এই ধরনের কাজে যুক্ত, তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।"

জামুই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের প্রসঙ্গেই মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। পুলিশের দাবি, মামলায় মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব-সহ মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।নন্দন যাদবকে গ্রেফতারের পর মঙ্গলবার সকালে তাকে এবং আর এক অভিযুক্ত হরেরাম যাদবকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের দাবি, সেখানে দু'জন হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর তাদের ধরতে পুলিশ পদক্ষেপ করে।পুলিশের দাবি, ধাওয়া করার সময় নন্দন যাদবের পায়ে গুলি লাগে। হরেরাম যাদব পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান বলে জানা গিয়েছে। পরে দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিহারে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব।মঙ্গলবার তেজস্বী যাদব মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর পদত্যাগ দাবি করে অভিযোগ করেন, এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে রাজ্যে কোথাও মহিলারা ও মেয়েরা নিরাপদ নন।তেজস্বীর বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে। সরকারের সমালোচনার জন্য তেজস্বীকে নিশানা করে তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং বিহারের প্রাক্তন সরকারের সময়কে বিরোধীদের ব্যবহৃত 'জঙ্গলরাজ' শব্দের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জামুইয়ের এই ঘটনা এখন বিহারে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপকে তুলে ধরছে, অন্যদিকে বিরোধীরা রাজ্যে মহিলা ও কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

আর. বীরমণি পকসো মামলা: 'প্রভাবশালীদের আইনের ঊর্ধে ভাবতে দেওয়া যাবে না', বললেন খুশবু

চেন্নাই, ২৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শিল্পপতি আর. বীরমণির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পকসো মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন অভিনেত্রী, প্রযোজক ও রাজনীতিক খুশবু সুন্দর। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আইনের ঊর্ধে থাকার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

খুশবু তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে শিশুদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোনও শিশুর কষ্ট অর্থের মাধ্যমে কেনা বা তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যায় না এবং ন্যায়বিচার নিয়ে কোনও আপস হওয়া উচিত নয়।

মামলাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে খুশবু বলেন, বীরমণির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি অভিযোগের তদন্ত এবং সত্য উদঘাটনের ওপর জোর দেন।

এদিকে চেন্নাই পুলিশের সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ (সিসিবি) পকসো মামলার তদন্ত আরও বিস্তৃত করেছে। বীরমণির সংস্থা জেম গ্রানাইটসে আগে কাজ করা গণেশনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তার মোবাইল ফোনে বীরমণি ও এক নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি আপত্তিকর ভিডিও পাওয়া যায়। গণেশন ছাড়াও শান্তি ও মহেন্দ্র সিমহান নামে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনজনকেই প্রাথমিক আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে হাজির করা হয় এবং তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

বীরমণির বিরুদ্ধে নাবালিকাদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই মামলা ও গ্রেফতার হয়েছে। তদন্তে নতুন তথ্য ও প্রমাণ সামনে আসায় মামলাটি আরও বিস্তৃতভাবে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মামলার তদন্ত চলাকালীন অভিযোগগুলির সত্যতা আদালতে প্রমাণিত হওয়া এখনও বাকি।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অষ্টম বর্ষপূর্তি উদযাপন, কাকড়াবনে মেগা র‍্যালি ও সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ কাকড়াবনে এক মেগা র্যালির আয়োজন করা হয়। এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা এবং তৎপরবর্তী সমাবেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি উদযাপন করেন পদস্থ আধিকারিকগণ। কাকড়াবন কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও এই পদযাত্রায় অংশ নেন কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব দাস সহ কাকড়াবন ও মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য নেতৃত্ব।

বর্ণাঢ্য এই পদযাত্রাটি স্থানীয় কমিউনিটি হলে এসে শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার বলেন, ইতিমধ্যেই স্থানীয় মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা সফলভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য আধিকারিকগণ কাকড়াবন সিএইচসি, তুলামুড়া পিএইচসি এবং স্থানীয় উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। কাকড়াবন সিএইচসি-র চিকিৎসক ডাঃ জয়শঙ্কর মজুমদার বলেন, সরকারের দেওয়া সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, যার মধ্যে আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা অন্যতম, সেগুলি কাজে লাগিয়ে বিনামূল্যে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার আশা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। আগামী দিনে এই পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মানুষদের চিহ্নিত করে তাঁদের দ্রুত সহায়তা করা হবে। কাকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্র সহ গোমতী জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সর্বোচ্চ সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এখন দপ্তরের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের সদস্যরা এই র্যালির মূল অংশ ছিলেন।

সোনামুড়ায় প্রাকৃতিক কৃষি নিয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি

সোনামুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রাকৃতিক কৃষিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমায় ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি চলছে। ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বুধবার বক্সনগর কৃষি মহকুমার কৃষি সুপারিনটেনডেন্টের উদ্যোগে সোনামুড়া টাউন হলের কনফারেন্স হলে প্রাকৃতিক কৃষি নিয়ে এক আলোচনা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের যুগ্ম অধিকর্তা উত্তম সাহা, উপ-অধিকর্তা অমিতাভ চক্রবর্তী, এসএ গৌরব দাস, সেক্টর অফিসার রাহুল গোপ-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিনের কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক কৃষির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং মূল ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, কৃষিকাজে স্থানীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, বাইরে থেকে উপকরণ কেনার খরচ কমানো, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে কৃষকদের জন্য একটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলাই প্রাকৃতিক কৃষির অন্যতম লক্ষ্য।

বক্তারা জানান, প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমানোর সুযোগ রয়েছে, অন্যদিকে মাটির গুণমান ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুস্থ পরিবেশের পাশাপাশি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক কৃষির প্রসার জরুরি বলে কর্মসূচিতে তুলে ধরা হয় ।এদিনের প্রশিক্ষণ ও আলোচনা কর্মসূচিতে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং বক্সনগর কৃষি মহকুমা এলাকার মোট ৯০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরে পিআইবির উদ্যোগে সাংবাদিকদের নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

উদয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: গোমতী জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো উদয়পুরের গকুলপুর এগ্রিকালচার চৌমুহনীস্থিত পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং সেন্টারের কনফারেন্স হলে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নেশামুক্ত ভারত, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, সরকারের ১২ বছরের শাসনকাল এবং 'পোষণ মা'এই চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা হয়।

একদিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা দেবাশীষ লোধ, উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ অয়ন সাহা এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ও সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার বিপ্লব ঘোষ-সহ পিআইবির আধিকারিকরা।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তারা বিস্তারিত আলোচনা করেন। নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা দেবাশীষ লোধ।

অন্যদিকে, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহারের গুরুত্ব নিয়ে 'ক্যাচ দ্য রেইন' কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন উদয়পুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ অয়ন সাহা।

সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও 'পোষণ মা' বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ও সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার বিপ্লব ঘোষ। পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিশু ও মায়েদের কল্যাণে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলির গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়।

একদিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে গোমতী জেলার সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকদের বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক বিষয় সম্পর্কে আরও অবহিত করার পাশাপাশি এসব বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

রিটায়ার্ড স্টাফ

● **আটের পাতার পর** হয়েছে, সংগঠনের সদস্য-সদস্যাদের সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সম্মেলন সফল করতে ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ রঞ্জন দেবনাথ।

ত্রিপুরার প্রভারি মৃগাঙ্ক দেববর্মন

● **প্রথম পাতার পর** কথা জানানো হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশের সাংগঠনিক দায়িত্বে প্রভারি হিসেবে এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সঙ্গে সহ - প্রভারি হিসেবে রয়েছেন রেখা ভর্মা।

অন্যদিকে, ত্রিপুরায় দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমের দায়িত্বে নতুন প্রভারী হিসেবে মৃগাঙ্ক দেববর্মনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন দায়িত্ব বণ্টনের ফলে দুই রাজ্যেই বিজেপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন সমন্বয় তৈরি হবে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

একবছর ধরে নিখোঁজ ছেলে !

● **প্রথম পাতার পর** পেতে অবশেষে কমলপুর থানার দ্বারস্থ হলেন পশ্চিম হালহালির বাসিন্দা গীতা রানী দাস।

জানা গেছে, গীতা রানী দাসের একমাত্র ছেলে কুশ দাসের বয়স ২৪ বছর। প্রায় তিন বছর আগে কাজের উদ্দেশ্যে কেরালায় যান কুশ। সেখানে একটি প্লাইউড কোম্পানিতে কাজে যোগ দেন তিনি। প্রথম দুই বছর মায়ের সঙ্গে নিয়মিত মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রাখতেন কুশ। এমনকি প্রতি মাসে মায়ের কাছে টাকাও পাঠাতেন তিনি।

কিন্তু গত এক বছর ধরে হঠাৎ করেই কুশের সঙ্গে পরিবারের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনও সাড়া পাননি তাঁর মা। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেও ছেলের কোনও সন্ধান মেলেনি।

এরপর বুধবার ছেলে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে কমলপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন গীতা রানী দাস।

একমাত্র ছেলে দীর্ঘ এক বছর ধরে নিখোঁজ থাকায় চরম অনিশ্চয়তা ও অসহায়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

এদিন কমলপুর প্রেস ক্লাবে এসে সাংবাদিকদের কাছে নিজের অসহায়তার কথা জানান গীতা রানী দাস। তাঁর আবেদন, প্রশাসন ও পুলিশ যেন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং কুশ দাসকে খুঁজে বের করে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ থাকা কুশ দাসের সন্ধানে পুলিশ কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে পরিবার।

এক বছর ধরে বিদ্যুৎ ভোগান্তি

● **প্রথম পাতার পর** ট্রান্সফরমারটি মেরামত বা পরিবর্তনের দাবিতে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ সোনামুড়া-কাঠালিয়া সড়ক অবরোধ করেন বেজিমারা ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলায় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে অফিসযাত্রী, পথচারী, স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগীর আত্মীয়-পরিজনদেরও সমস্যায় পড়তে হয়।

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারম্যান শাহজান মিয়া। তিনি দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে এক দিনের মধ্যে বিকল ট্রান্সফরমারটি মেরামতের প্রতিশ্রুতি দেন। ভাইস-চেয়ারম্যানের আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন এলাকাবাসী। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রান্সফরমার মেরামত না হলে ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

রাজ্যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্য প্রভারী সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকাও বক্তব্য রাখেন। তিনি এডিসি এলাকার মানুষের কাছে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে কংগ্রেসকে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে পরবর্তী সময়ে মানুষ তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারবেন।

সপ্তগিরি উলাকা আরও বলেন, আগামী ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রদেশ কংগ্রেস প্রস্তুতি শুরু করেছে। ত্রিপুরার উন্নয়নের লক্ষ্যে দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলেও দাবি করেন তিনি। টিপ্রা মথার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে উলাকা বলেন, গত পাঁচ বছর এডিসি তাদের হাতে থাকলেও নির্বাচনের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। ২৩ হাজার সরকারি চাকরি, ৬ হাজার পুলিশ নিয়োগ এবং ছাত্রছাত্রীদের ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিপ্রা মথাকে বিজেপির 'ছোট ভাই' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

অন্যদিকে, আগামীকাল থেকে উনকোটি, আমবাসা ও ধর্মনগর জেলায় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন রাজ্য প্রভারী সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা বলে জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, শব্দ কুমার জামাতিয়া-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে পাহাড়ে প্রচারে দীপংকর সেন

● **আটের পাতার পর** কর্মসংস্থান-সহ একাধিক স্থানীয় দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করার আবেদন জানানো হয়।

সিপিআইএমের আয়োজিত এই প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপংকর সেন, প্রার্থী অজয় রিয়াং, রামচন্দ্র রিয়াং, আশীষ দাস-সহ এলাকার অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এদিনের প্রচার কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক দীপংকর সেন। পাহাড়ি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিকে সামনে রেখে নির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

দূরবর্তী এলাকায় আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্য শিবির

● **আটের পাতার পর** মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং দৈনন্দিন জীবনে আয়ুর্বেদসম্মত জীবনশৈলী অনুসরণের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং টিএসআর ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগকে তাঁরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

● **আটের পাতার পর** আরও বলেন, "এমন একটি বিশেষ ৯ ক্যারেট জুয়েলারি কালেকশন নিয়ে আসার জন্য আমি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের এই নতুন উদ্যোগের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।"

প্রান্তিকা ও মিঠুন এক সাথে বলেন, "এই বিশেষ লঞ্চ প্রেজেন্টেশনের অংশ হতে পেরে আমরা ভীষণই উচ্ছ্বসিত। এই স্মরণীয় অভিজ্ঞতার জন্য আমরা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে ধন্যবাদ জানাই।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "৯ ক্যারেট জুয়েলারি এমন একটি গয়নার সম্ভার, যা ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতাকে মেলায় এবং যা প্রত্যেক দিন ব্যবহার করা যায়।" তিনি আরও বলেন, "গ্রাহকের ব্যক্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে আমরা এটিকে একটি এক্সক্লুসিভ কালেকশন হিসেবে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিযা গ্রাহকের মনের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে প্রতিফলিত করে।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, ""রিফ্লেকশন্স' প্রথমত একটি এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি কালেকশনতারপর ৯ ক্যারেট যা অত্যন্ত আধুনিক ও টেকসই। আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে, এটি একজন গ্রাহকের নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থাকে উদযাপন করে!"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে তিনদিন (২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর) এর উদ্বোধনী অফারে রিফ্লেকশন জুয়েলারি কেনাকাটায় থাকছে প্রতি গ্রামে ৫০০ টাকা করে উদ্বোধনী ছাড় ও নিশ্চিত উপহার জ্জ

রিফ্লেকশন গয়নার মতোই আধুনিক ও উজ্জ্বল এক উদ্বোধনী উপস্থাপনার সাক্ষী হয়ে থাকলো শহর আগরতলা জ্জ

পূর্ব থানার নাকের ডগায়

● **প্রথম পাতার পর** জানানো হয় বলে দাবি সূত্রের। এরপরই এলাকায় পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। জুয়ার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে আটক করার চেষ্টা করা হলেও ঘটনাস্থল থেকে জুয়ার টাকা বা বোর্ড উদ্ধার হয়নি বলে জানা গেছে। তবে কিছু সামগ্রী পুলিশ নিয়ে যায় বলে সূত্রের দাবি। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের নজরদারি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। থানার এতটা কাছেই যদি দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর চলার অভিযোগ থাকে, তাহলে তা এতদিন নজরে এল না কেন? অভিযোগ পাওয়ার পরও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেনএই প্রশ্নই এখন সামনে আসছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জুয়ার কারণে বহু পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছে। তাই এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এখন দেখার বিষয়, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় জুয়ার কারবার বন্ধে কতটা কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ভোটের আগে ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর** কয়েকজন তাঁদের উপর হামলা চালান। অভিযোগ অনুযায়ী, মুন্না পাল, মিহির কান্তি দেব ও নবারুণ নাথকে দলীয় কার্যালয়ের একটি কক্ষে ঢুকিয়ে মারধর করা হয়। তাঁদের উপর চেয়ার ও লাঠিসোটা দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগও উঠেছে। ঘটনায় তিনজনই আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করতে জেলা কার্যালয়ে ছুটে আসেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী ও তাঁর সহধর্মিণী বর্ণালী গোস্বামী। অভিযোগ, তাঁদের উপস্থিতিতেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিধায়ক ও তাঁর স্ত্রীকে হেনস্থা করার পাশাপাশি তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে আক্রমণের চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এরপর দুই পক্ষের মধ্যে ফের ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দলীয় জেলা কার্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ্যে এমন সংঘর্ষের ঘটনায় ধর্মনগরের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ধর্মনগর বিজেপির অন্দরে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে মতবিরোধ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ রয়েছে। তবে এদিনের ঘটনা সেই অভ্যন্তরীণ বিরোধকে আরও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় প্রচার যখন তুঙ্গে, তখন জেলা কার্যালয়ের ভিতরেই বিজেপির দুই পক্ষের এই সংঘর্ষ নতুন করে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনায় দলীয় নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ নেয় এবং উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনিক বা আইনগতভাবে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না।

ভিসি নির্বাচনে সরকারি

● **প্রথম পাতার পর** কমিটি নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে না হওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, বিজেপি সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে এডিসি এলাকার মানুষকে রাজনৈতিকভাবে ভয় পায় বলেই গত পাঁচ বছর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর আরও দাবি, একটি রাজনৈতিক দল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর আদালতের হস্তক্ষেপে সরকার শেষ পর্যন্ত ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনের আগেই এই ঘটনাকে সরকারের রাজনৈতিক পরাজয় হিসেবে দেখা উচিত।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিও সভায় তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, নির্বাচনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, তা বিজেপি, আইপিএফটি কিংবা তিপ্রা মথার ব্যক্তিগত অর্থ নয়এটি জনগণের অর্থ এবং রাষ্ট্রের অর্থ। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আইন ও নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়াও গত পাঁচ বছরে গ্রামসভা, রেগা প্রকল্প এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ঘিরে সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং রেগার অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে তিনি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার অভিযোগ তোলেন।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণ্ডাছড়ায় এই জনসভা ও মিছিলের মাধ্যমে সিপিআইএম তাদের নির্বাচনী প্রচার আরও জোরদার করল।

সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের নতুন হারে মিলবে উৎসব অনুদান ঃ অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** *শ্রেণির জন্য ৩০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের মোট ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪১৭ জন কর্মী, শ্রমিক, পেনশনভোগী ও ফ্যামিলি পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫০১ জন কর্মী ও শ্রমিক এবং ৮৫ হাজার ৯১৬ জন পেনশনভোগী ও ফ্যামিলি পেনশনভোগী রয়েছেন।*

নতুন কাঠামো অনুযায়ী, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মী, স্থায়ী বেতনে নিযুক্ত কর্মী, অর্থ দফতরের সম্মতিতে নিযুক্ত দৈনিক মজুরির শ্রমিক, পেনশনভোগী, ফ্যামিলি পেনশনভোগী এবং সরকারি পরিচালিত মন্দিরের পুরোহিতরা ২,৪০০ টাকা করে ফেস্টিভ্যাল গ্রান্ট পাবেন। গত বছর এই পরিমাণ ছিল ২,১০০ টাকা।

অন্যদিকে, পার্টটাইম, চুক্তিভিত্তিক ও ক্যাজুয়াল কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, হোমগার্ড ও এসপিও, স্বাস্থ্য দফতরের দৈনিক মজুরির কর্মী এবং জিএ (এসএ) দফতরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা ২,৬১০ টাকা করে পাবেন। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ছিল ২,৩১০ টাকা।

এছাড়া পিডব্লিউডি (ডিডব্লিউএস)-এর পার্টটাইম ও অনিয়মিত পাম্প অপারেটর এবং আরডি (পঞ্চায়েত) দফতরের পার্টটাইম পাম্প অপারেটরদের গ্রান্ট ১,০৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৩৫০ টাকা করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, বর্ধিত গ্রান্ট দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একজন যোগ্য কর্মী বা উপভোক্তা অর্থবর্ষে নির্ধারিত নয়টি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে যেকোনও একটি উৎসবের জন্য এই গ্রান্ট নিতে পারবেন। এই উৎসবগুলির মধ্যে রয়েছে দুর্গাপূজা, বড়দিন, গরিয়া পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ঈদ-উজ-জোহা, বাংলা নববর্ষ, ঈদ-উল-ফিতর, গুরু নানকের জন্মদিন এবং মহাবীর জয়ন্তী।

ফেস্টিভ্যাল গ্রান্টের জন্য যোগ্য উপভোক্তাদের কোনও অনলাইন আবেদন করতে হবে না বলেও জানান অর্থমন্ত্রী। তবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে নিযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এদিন ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। প্রায় এক লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মী ও অন্যান্য যোগ্য কর্মী এই সুবিধার আওতায় আসবেন। এর জন্য আনুমানিক ১৮৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সুদমুক্ত এই ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্সের পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে কার্যকর থাকা হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, নিয়মিত গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মী, স্থায়ী বেতনে নিযুক্ত কর্মী এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি-র দৈনিক মজুরির কর্মীরা ২০ হাজার টাকা করে ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স পাবেন। আগে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে এই পরিমাণ ছিল ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে।

নতুন ব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা এবং হোমগার্ডদের জন্য ৫ হাজার টাকা করে ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে পারিশ্রমিক পাওয়া আশা কর্মীরা ২ হাজার টাকা করে এই অ্যাডভান্স পাবেন।

ভিসি নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে

● **প্রথম পাতার পর** পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠক এবং বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদ্মবিল এবং তুলাশিখর ব্লকের বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, স্ট্রং রুম, গণনা কেন্দ্র, যেখান থেকে ভোট সামগ্রী বণ্টন এবং ব্যালট বাক্স জমা নেওয়া হবে সেই সমস্ত জায়গা সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের পর নির্বাচন পর্ব সুষ্ঠু ও অবাধভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, খোয়াই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, পদ্মবিল ও তুলাশিখর ব্লকের রিটার্নিং অফিসারগণ, অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারগণ, উভয় ব্লকের সেক্টর অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং হলে ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা, সিসিটিভির নজরদারি, ডিসপারসাল ও রিসিভিং পয়েন্টের মধ্যে সামগ্রী ও কর্মীদের নিরাপদ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সহ নিরাপত্তা প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈঠকে বলা হয়, ডিসপারসাল ও রিসিভিং সেন্টার থেকে ভোটগ্রহণের সামগ্রী, ব্যালট বাক্স এবং ভোটকর্মীদের নির্বিঘ্নে পাঠানো ও তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও বৈঠকে বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশ প্রশাসন ও সেক্টর অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ নজরদারি এবং নির্বাচনী অনিয়ম প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বৈঠকে উভয় ব্লকের সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা (অ্যাশিউরড মিনিমাম ফ্যাসিলিটি) সুনিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমস্ত ভোটকেন্দ্রেই পানীয়জল, র্যাম্প, বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত ছাউনির ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন এখন পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে যে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছে সে বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য সেক্টর অফিসার, রিটার্নিং অফিসার সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বল্প খরচে

● **প্রথম পাতার পর** এসেছিলেন তার ছেলের হার্টের চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ফুলদেবীর কথা শুনে দিল্লীস্থিত এইমসের সাথে কথা বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ শ্রীরামপুর থেকে খোকন পাল এসেছিলেন তার স্ত্রীর মস্তিষ্কের জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী খোকন পালের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আগরতলার ভাটি অভয়নগর থেকে দুঃস্থ বৃদ্ধা জয়া পাল মজুমদার এসেছিলেন তাঁর জটিল রোগের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধা জয়া পাল মজুমদারের কথা শুনে সরকারি ভাতার ব্যবস্থা ও তাঁর সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। আগরতলার টাউন বড়দোয়ালি থেকে মৌসুমী ভট্টাচার্য্য এসেছিলেন নিজের কিডনি জনিত জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী মৌসুমী ভট্টাচার্যের কথা শুনে তার কিডনি প্রতিস্থাপনের বিষয়ে আশ্বাস দেন। এছাড়া আগরতলার অরুন্ধতীনগরের পিঙ্কু দেবনাথ ও মোহনপুর রাণীরবাজার থেকে অর্পিতা দেবনাথ এসেছিলেন তাদের সন্তানদের পা ও মস্তিষ্কের জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে তাদের সহায়তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে সিপাহীজলা জেলার গোকুলনগর থেকে জয়ন্ত দেবনাথ তার কিডনি জনিত জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানান এবং জিরানীয়ার অফিসটিলার সুমন দাস ও বিশালগড়ের অভিজিৎ সাহা এসেছিলেন তাদের জটিল হার্টের রোগের এবং লিভার জনিত জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কিরণ গিত্যে ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তপন দাস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. নির্মল সরকার, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমণি দেববর্মা সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

আজ থেকে শুরু জাতীয় মানের ত্রিপুরা ভলিবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় ভলিবলের মানোন্নয়ন এবং তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করার লক্ষ্যে আয়োজিত হতে যাচ্ছে মর্য্যাদাপূর্ণ 'ত্রিপুরা ভলিবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি'। ত্রিপুরাসুন্দরী ভলিবল ফাউন্ডেশন ও ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে (আস্তাবল মাঠ) অনুষ্ঠিত হবে এই রাজ্যভিত্তিক টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। মঙ্গলবারে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মেগা টুর্নামেন্টের সার্বিক রূপরেখা প্রকাশ করেন ত্রিপুরাসুন্দরী ভলিবল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিমান দেব, সহ-সভাপতি অমলেন্দু নাথ এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মণীশ দেবনাথ।

এবারের টুর্নামেন্টে মোট ১০টি দল অংশ নিচ্ছে, যার মধ্যে পাঁচটি দল সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের বাইরের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো, ভারতীয় জাতীয় ভলিবল দলে খেলেছেন এমন চারজন তারকা খেলোয়াড়ও এবার আগরতলার মাঠে নামছেন। ঐতিহাসিক এই প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ঐতিহাসিক আস্তাবল মাঠ তথা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানকে অস্থায়ীভাবে নতুন করে প্রস্তুত করা হয়েছে। জাতীয় স্তরের অভিজ্ঞ রেফারিদের পরিচালনায় এই টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো খেলা হবে, যেখানে রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে সম্পন্ন হলেও, সূচি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ের ম্যাচগুলো ওই দিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে। তিন দিনব্যাপী এই জমজমাট লড়াই দেখতে এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ জোগাতে আগরতলার ক্রীড়াপ্রেমী জনগণকে মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। রাজ্যের ভলিবল ইতিহাসে এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশাবাদী আয়োজক কমিটি।

নাগপুরে জাতীয় ইউনাইটেড মাস্টার গেমস-কে সামনে রেখে ১৪ই নভেম্বর ট্রায়াল বিজ্ঞাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আগামী ২০২৭ সালের ৮ থেকে ১০ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ''৭ম জাতীয় ইউনাইটেড মাস্টার গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ''। জাতীয় স্তরের এই মেগা টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে আগামী ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে এক ''মাস্টার সিলেকশন ট্রায়াল''-এর আয়োজন করতে যাচ্ছে 'মাস্টার স্পোর্টস উইং'। ৩০ থেকে ৯০ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলা ক্রীড়াবিদগণ এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যেকোনো আগ্রহী মাস্টার অ্যাথলেট এই ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবেন। টুর্নামেন্টে অ্যাথলেটিক্স, আর্চারি, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, সাঁতার, শুটিং, ওয়েটলিফটিং, পাওয়ার লিফটিং, ভলিবল এবং যোগা সহ মোট ১০টি ক্রীড়া বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজক সংস্থা ''ইউনাইটেড মাস্টার গেমস ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া''-র মহাসচিব বালু চৌহান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজ্যযেমন মহারাষ্ট্র, অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক এবং হরিয়ানার খেলোয়াড়দের নিজ নিজ রাজ্য সচিবের মাধ্যমেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এই রাজ্যগুলোর ক্রীড়াবিদদের জন্য সরাসরি এন্ট্রি গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে উল্লিখিত রাজ্যগুলি ছাড়া অন্য যেকোনো রাজ্যের ক্রীড়াবিদগণ জাতীয় প্রতিযোগিতায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে ''মাস্টার স্পোর্টস উইং''-এর সচিব প্রিয়া লাল সাহা এই ইভেন্টটিকে সফল করে তোলার জন্য দেশের সমস্ত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ মাস্টার ক্রীড়াবিদদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন। সিলেকশন ট্রায়াল এবং টুর্নামেন্ট সম্পর্কিত যেকোনো বিস্তারিত তথ্য ও নাম নিবন্ধনের জন্য প্রিয়া লাল সাহা অথবা নির্বাহী সভাপতি আশীষ করের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (যোগাযোগের ফোন নম্বর: ৭০৬০২২৬২৭৬ এবং ৮৮৩৭৪০৬৬২৯)। প্রবীণ খেলোয়াড়দের ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন ও জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরাই এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য।

ফিফা সংস্কারের জন্য আলোচনায় আগ্রহী ইনফান্তিনো

ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে একটি স্বাধীন পর্যালোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন সংস্থাটির সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিতর্কিত একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার পর নিজের অবস্থান সুসংহত করতে এবং সদস্যদেশগুলোর আস্থা ফিরে পেতেই তাঁর এই পদক্ষেপ।

ফিফা কাউন্সিল ও ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিদের উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে ইনফান্তিনো লিখেছেন, 'প্রথমত, আমি কাউন্সিলকে জিজ্ঞেস করবতারা ফিফার প্রধান কৌশলগত উদ্যোগের পরিচালনাকাঠামোর ওপর কোনো স্বাধীন বহিরাগত পর্যালোচনা কমিশন গঠন করতে চায় কি না, যা সংস্থার উন্নয়নে সম্ভাব্য সুপারিশ প্রদান করবে।'

চিঠিতে তিনি আরও জানান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে তিনি বিভিন্ন কনফেডারেশন, সদস্য অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করবেন।

এ প্রস্তাবে মূলত বিশ্ব ফুটবলের বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কাদের ক্ষমতা থাকবে, তা খতিয়ে দেখা হবে; যেখানে ফিফা সভাপতি, ব্যুরো, কাউন্সিল ও কংগ্রেসের স্বতন্ত্র ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ফিফা বিশ্বকাপের মতো শীর্ষ টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক স্বত্বের ২০ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির প্রস্তাব দিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ইনফান্তিনো। উয়েফা, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) এবং কনকাকাফ বিরোধিতা ও বয়কটের হুমকি দিলে গত জুলাইয়ে পরিকল্পনাটি বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে সংস্থাটির শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তনের দাবিও তোলে ফুটবলের আঞ্চলিক এই নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো।

আগামী মার্চে মরক্কোর রাবাতে ফিফার পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে ইনফান্তিনোর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দাঁড় করাতে হিমশিম খাচ্ছে। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন ইনফান্তিনোর ভালোভাবেই আছে। ফলে বিরোধীরা এখন সভাপতি বদলানোর চেয়ে তাঁর একক ক্ষমতার ওপর লাগাম টানার দিকেই নজর দিচ্ছে।

বাতিল হওয়া বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ইনফান্তিনো জানান, ফিফা---নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামান্য অংশ বিক্রি করে ফুটবল উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব কি না, তা যাচাই করে দেখা হচ্ছিল। ক্রীড়াসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করার চিন্তা ছিল না বলে জানান ফিফা সভাপতি।

তবে পুরো প্রস্তাবটি কাউন্সিল ও সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর কাছে বিশদভাবে উপস্থাপন করার আগেই জনসমক্ষে চলে আসে। সোমবার পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমি স্বীকার করছি, পুরো প্রেক্ষাপট না জানার কারণে এটি উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে বলে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। বাস্তবে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'ইনফান্তিনো আরও যোগ করেন, 'এটি কেবল একটি প্রস্তাব ছিল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কাউন্সিল ও সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সম্মতির ওপরই এটি নির্ভর করছিল। বর্তমানে এটি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এটি নিয়ে আর কোনো কাজ হবে না।'

কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কারা নেবেন, তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ফিফাপ্রধান। কারও মতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ফিফা ব্যুরোর সর্বসম্মত সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত, আবার কেউ কেউ বিষয়টি সরাসরি কংগ্রেস ও সদস্যদেশগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

ইনফান্তিনো লিখেছেন, 'আমার কাজ কোনো আলোচনার আগেই রায় দিয়ে দেওয়া নয়। যাঁরা নির্দিষ্ট কোনো মডেল সমর্থন করেন, তাঁদের নিজেদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া উচিত।'

আগামী ১৫ অক্টোবরের কাউন্সিল মিটিংয়ের আগেই প্রস্তাবগুলো জমা দিতে বলা হয়েছে। তারপর প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা হবে। তবে ফিফার সংবিধানে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে তা অবশ্যই কংগ্রেসের অনুমোদন পেতে হবে।

ভুয়ো অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে! গড়াপেটা কাণ্ডে আইনি ব্যবস্থার হুমকি সিএসকে'র তরুণ তুর্কির

গড়াপেটার অভিযোগে ফের তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট। আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের ঘটনাবলি ফের আতসকাচের তলায়। আঙুল উঠছে দিল্লির এক তরুণ ক্রিকেটারের দিকে। অবশেষে মুখ খুললেন সেই ক্রিকেটার বংশ বেদী। তাঁর সাফ বক্তব্য, এই কাণ্ডের সঙ্গে তিনি কোনওভাবেই যুক্ত নন। ভুয়ো খবর রটানোর জন্য এবার তিনি আইনি রাস্তায় হাঁটছেন।

এক প্রাক্তন রনজি খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে স্টিং অপারেশন চালাতে গিয়ে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। জানা গিয়েছে, ওই খেলোয়াড় রচিত ভাটিয়ার কাছে সিএসকের প্রথম একাদশের তথ্য থাকত ম্যাচের বহু আগে থেকেই। জুয়াড়িদের কাছে সেই তথ্য বিক্রি করতেন তিনি। ভাটিয়ার ইঙ্গিত, বংশ বেদী নামে এক তরুণ ক্রিকেটার দলের গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ঠিকই। তবে ভারতীয় ক্রিকেটে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে।

ইনস্টাগ্রামে বংশ লিখেছেন, 'আমি স্পষ্ট জানাচ্ছি, স্টিং অপারেশনে প্রাক্তন রনজি ক্রিকেটার রচিত ভাটিয়া যে ব্যক্তির কথা বলেছেন, আমি সেই ব্যক্তি নই। সিএসকে-র একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে ফিক্সিং সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে আমি কোনওভাবে যুক্ত নই। এই অভিযোগের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করার চেষ্টা অপমানজনক। আমি এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন। যাঁরা আমার নাম প্রচার করেছে, আমি তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সবাইকে অনুরোধ করব, এই ধরনের প্রচারের ফাঁদে পা না দিতে।'

রচিত বলেছেন, টসের অনেক আগেই তাঁর হাতে চলে আসত সিএসকের টিম লিস্ট। প্রত্যেক টিম লিস্ট পিছু ৬০ লক্ষ টাকা দরও হাঁকতেন তিনি। রচিত জানিয়েছেন, ২০২৫ আইপিএলের পাঁচটি ম্যাচের টিমলিস্ট এভাবেই বিক্রি করেছেন। এরপর ম্যাচপিছু ১ কোটি টাকা ধার্য করেছিলেন ২০২৬ আইপিএলে। কিন্তু সিএসকে স্কোয়াডে তাঁর 'চর' সুযোগ পাননি আইপিএলে। তাই আর গড়াপেটা করতে পারেননি। আর বংশ বেদী চোটের কারণে ২০২৬ আইপিএল খেলতে পারেননি, তবে দিল্লির লিগে খেলেছেন। রচিত আরও জানান, তাঁর 'চর' খেলতে নামেন দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে। সেখানেই চুটিয়ে গড়াপেটার ব্যবসা চালিয়েছেন রচিত। সেই কারণেই বংশের উপর সন্দেহ।

ফের হাতছাড়া সোনার সুযোগ, ভারোত্তোলনে রুপো জিতেও এশিয়াডে ইতিহাস মীরাবাই চানুর

ক্রীড়াজীবনে মোটামুটি সব ইভেন্টেই পদক জিতেছেন। অধরা ছিল এশিয়ান গেমস। অবশেষে সেই আক্ষেপ দূর হল মীরাবাই চানুর। জাপানে এশিয়াডে রুপো জিতলেন মণিপুরের ভারোত্তোলক। ২৮ বছর পর এই ইভেন্টে পদক এল ভারতের ঝুলিতে। তবে সোনার সুযোগ হাতছাড়া হল।

৪৯ কেজি বিভাগে নেমে চানু মোট ১৯৮ কেজি ওজন তোলেন। স্ন্যাচ রাউন্ডে কার্যত অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। কার্যত হাসিমুখে ৮৩ কেজি, ৮৫ কেজি ও ৮৭ কেজি ওজন তুলে নেন। এই রাউন্ড শেষ করেন তৃতীয় হয়ে। আশা করা গিয়েছিল ক্লিন অ্যান্ড জার্কে বাজি মারবেন চানু। কিন্তু সেই আশা পুরোপুরি পূরণ হল না। প্রথম চেষ্টায় ১০৭ কেজি ওজন তোলেন। এরপর তোলেন ১১১ কেজি।

সাব্রুমে পূর্ণেন্দু স্মৃতি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলো রয়েল বয়েজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। পূর্ণেন্দু শীল্ডের মেগা ফাইনালে রয়েল বয়েজের জয়।তারা উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে টাইগার কিংকে হারাল।বুধবার সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো পূর্ণেন্দু শীল্ড নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে সোনাইয়ের টাইগার কিংকে ১—০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাব্রুমের রয়েল বয়েজ। শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একের পর এক আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ম্যাচজুড়ে তৈরি হয় উত্তেজনার আবহ। শেষ পর্যন্ত রয়েল বয়েজের একমাত্র গোলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।শুধু মাঠের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই আয়োজন।বিজয়ী দলের জন্য বিন্দাস বয়েজের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।পাশাপাশি, সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতেও উদ্যোগ নেয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরা। খেলাধুলার পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগের এই বার্তাও অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

সপ্তাহব্যাপী আর্চারি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু ভগৎ সিং যুব আবাসে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা ভগৎ সিং যুব আবাসে ত্রিপুরা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হলো সাত দিনব্যাপী আর্চারি ট্রেনিং ক্যাম্প। ছোট ছোট খেলোয়াড়দের আর্চারি খেলায় উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি করার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর লতা নাথ, ত্রিপুরা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ,স্পোর্টস ডিরেক্টর এম মগ,পদ্মশ্রী তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার,পুর নিগমের নর্থ জোনের চেয়ারপার্সন প্রদীপ চন্দ সহ অন্যান্যরা।সাত দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিশু ও তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আর্চারি খেলার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার পাশাপাশি দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।ত্রিপুরা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ জানান, ছোটদের এই খেলায় আকৃষ্ট করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় পৌঁছে দেওয়াই এই ধরনের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।অন্যদিকে, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার বলেন, বর্তমান সময়ে অনেক শিশু ও অভিভাবক খেলাধুলা থেকে কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছেন। মোবাইল ফোনের মধ্যেই স্পোর্টসকে সীমাবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা বাড়ছে।তাঁর বক্তব্য, খেলাধুলা শুধু মোবাইলের পর্দায় দেখার বিষয় নয়এটি একটি পেশা হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপনেরও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।শিশুদের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত করার জন্য অভিভাবকদের আরও উৎসাহিত হওয়ার আহ্বান জানান দীপা কর্মকার।সাত দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে আগামী দিনে ত্রিপুরা থেকে আরও প্রতিভাবান আর্চারি খেলোয়াড় উঠে আসবেএমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের।

চার কৃতী ক্রিকেটারকে নতুন মরসুমের খেলার সরঞ্জাম দিল 'আর এস টি একক'

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। নতুন ক্রিকেট মরসুম শুরু হওয়ার মুখেই ত্রিপুরা রাজ্যের চার প্রতিভাবান ও কৃতী ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়াল খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা 'আর এস টি একক'। সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্য সিনিয়র মহিলা দলের অধিনায়ক রিজু সাহা, ঝুমকি দেবনাথ, অনূর্ধ-২৩ দলের সপ্তজিত দাস এবং সিনিয়র পুরুষ দলের সেন্টু সরকারের হাতে নতুন মরসুমের কিটসও সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁদের হাতে এসব তুলে দেন সংস্থার ম্যানেজার অর্ঘ্য দত্ত। কলকাতার একাধিক প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারের পর এবার ত্রিপুরার উঠতি ও সফল ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে নতুন ব্যাট, প্যাডসহ যাবতীয় সরঞ্জামের মান দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন গত মরসুমের চার সফল প্রতিনিধিরিজু, ঝুমকি, সপ্ত ও সেন্টু।

আধুনিক মানের এসব সরঞ্জাম আগামী মরসুমে মাঠে নামার আগে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে বলে জানান ক্রিকেটাররা। ক্রীড়া সরঞ্জামের চমৎকার গুণগত মান ও উপহার পেয়ে ক্রিকেটাররা প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী মরসুমে রাজ্যে সেরা পারফর্ম করার আশ্বাস দেন।

সংস্থার ম্যানেজার অর্ঘ্য দত্ত জানান, আগামী এক বছর এই চার ক্রিকেটারের প্রয়োজনীয় সমস্ত খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করবে 'আর এস টি একক'। কেবল সরঞ্জাম প্রদানই নয়, অফ-সিজনে তাঁদের কলকাতায় পাঠিয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেট কোচেদের অধীনে বিশেষ অনুশীলন ও ম্যাচ খেলার সুব্যবস্থাও করা হবে। মূলত ত্রিপুরার উদীয়মান ক্রিকেটারদের সঠিক সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও রাজ্যের আরও বহু উদীয়মান খেলোয়াড়ের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়।

রাজ্যে আসন্ন মহকুমা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা, চলছে জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: রাজ্য জুড়ে যোগাসনের প্রচার, প্রসার এবং উদীয়মান প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে আয়োজিত হতে চলেছে বিভিন্ন মহকুমা ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা ও বাছাই পর্ব। সম্প্রতি রাজ্য যোগা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সমস্ত প্রতিযোগীর বয়স হিসেব করা হবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখকে ভিত্তি ধরে। 'ইন্ডিয়ান যোগা ফেডারেশন'-এর গাইডলাইন এবং অনুমোদিত যোগা চার্ট অনুসরণ করে পুরো প্রতিযোগিতাটি পরিচালিত হবে। মোট আটটি ভিন্ন বয়সসীমায় (১৪, ১৭, ১৯, ২৪, ৩০, ৪০, ৫০ এবং ৬০ উর্ধ) পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রতিযোগীরা অংশ নিতে পারবেন। প্রতিযোগিতার সূচনা হতে চলেছে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার)। প্রথম প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে মোহনপুর মহকুমার অধীনে গান্ধীগ্রাম মধ্যপাড়াস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ যোগা মিশন সেন্টারে। সকাল ১০টার মধ্যে ২০ টাকা এন্ট্রি ফি ও বয়সের প্রমাণপত্র সহ উপস্থিত হয়ে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক তথা যোগা প্রশিক্ষক অমলেন্দু দে সকল যোগা গুরু ও বিচারকদের ঐ দিন সকাল ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ৮৪১৪০৭৩৫৮৬ নম্বরে যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরের দিন, অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) আগরতলা শহরের দুটি পৃথক স্থানে সদর 'এ' ও সদর 'বি' এলাকা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিন সকাল ৯টায় প্রান্তিক ক্লাবের দ্বিতীয় তলার হল ঘরে সদর 'এ' ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সম্পাদক কালিনারায়ন ঘোষ সকলের অংশগ্রহণ কামনা করেছেন। অন্যদিকে, একই দিনে সকাল ১১টায় রামনগর ৭ নম্বর রোডস্থিত 'যোগা স্টুডিও'-তে সদর 'বি' ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন সম্পাদক শুভ্রা দে। উভয় স্থানেই এন্ট্রি ফি ২০ টাকা এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। আয়োজকরা আশাবাদী, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্য থেকে বহু নতুন যোগা প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

এশিয়ান গেমসে হতাশ করলেন মনু, ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে পদকই পেলেন না ভারতীয় শুটার, বুধবার তিন ব্রোঞ্জ ভারতের

অলিম্পিক্সে যে ইভেন্টে পদক জিতেছিলেন, এশিয়ান গেমসে সেই ইভেন্ট থেকেই খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে মনু ভাকেরকে। বুধবার ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগের ফাইনালে পঞ্চম স্থানে শেষ করেছেন মনু। ফলে পদক পাচ্ছেন না। মহিলা দল অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পায়নি। তবে স্কিট এবং সফ টেনিস থেকে এ দিন সকালে তিনটি ব্রোঞ্জ এসেছে। বুধবার সকালে এই ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন মনু। ৫৭৯ পয়েন্ট স্কোর করেন তিনি। এই বিভাগে ছিলেন এষা সিংহ এবং সুরুচি সিংহও। এষা ৫৭২ স্কোর করে ১৫তম স্থানে শেষ করেন। সুরুচি ২৬তম স্থানে শেষ করেন ৫৬৮ স্কোরে। কেউই ফাইনালে উঠতে পারেননি।

ফাইনালে ১৮তম শটের পরে ছিটকে যান মনু। তখন তাঁর স্কোর ছিল ১৮১.১। ১৮তম শটের পরেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে প্রথম তিনে শেষ করার সম্ভাবনা নেই মনুর। এই বিভাগে সোনা জিতেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার চু গিউন। রুপো এবং ব্রোঞ্জ চিনের শুটারের। এখনও পর্যন্ত শুটিংয়ে চারটি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। সোনা এখনও আসেনি। মনু এ বার নামবেন ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে। গত বার এই বিভাগে সোনা জিতেছিলেন তিনি।

এ দিকে, শুটিংয়ের স্কিট ইভেন্টে ভারতের মহিলা দলের রাইজা ধিলোঁ, মাহেশ্বরী চৌহান এবং পরিনাজ ধালিওয়াল তৃতীয় স্থানে শেষ করেন ৩৩১ স্কোর করে। চিন (৩৫৭) এবং কাজাখস্তান (৩৩৬) ভারতের আগে শেষ করেছে। পুরুষ বিভাগে অনন্তজিৎ সিংহ নারুকা, মৈরাজ আহমেদ খান এবং ভাবতেগ সিংহ গিল ৩৪৬ স্কোর করেন।

সফ টেনিসে জয় মিনা ব্রোঞ্জ জিতেছেন। তিনি সেমিফাইনালে উঠতেই পদক নিশ্চিত হয়ে যায়। সেমিফাইনালে তিনি জাপানের তাকুয়া কুরোসাকার কাছে ২-৪ সেটে হেরে গিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের মিনা অতীতে জাতীয় গেমসে সোনা জিতেছেন। তিনি ফিলিপিন্সের শেরউইন নুগুইতকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন। তার আগে পাকিস্তানের আরাইন হুসেনকে ৪-০ হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন। গত দু'বারও এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়েছিলেন। তবে পদক জেতেননি। এশিয়ান গেমসের সফ টেনিসে ভারতকে প্রথম পদক দিলেন তিনি।

অন্যান্য ইভেন্টে, সেপকটাকরোয় ফিলিপিন্সকে ২-১ হারালেও পরের রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ভারত। ফেন্সিংয়ে করণ সিংহ গিশো নিধি ব্যক্তিগত স্যাবার ইভেন্টে রাউন্ড অফ ৩২-এ উঠেছেন। রোয়িংয়ে, পুরুষদের ব্যক্তিগত স্কালসের ফাইনালে উঠেছেন বলরাজ সিংহ পানওয়ার। ডাবলস স্কালসের ফাইনালে সতনাম সিংহ এবং সলমন খান। ক্যানো স্প্রিন্টে হর্ষবর্ধন শাক্তওয়াত, বারিন্দর সিংহ, নওচা সিংহ এবং অরুণ সিংহ পুরুষদের ৫০০ মিটার কায়াকের ফাইনালে উঠেছেন। সাঁতারে বেনেডিক্টন বেনিস্টন এবং সজন প্রকাশ ফাইনালে উঠতে পারেননি। ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল হিটে বেদান্ত মাধবন এবং অনিশ সুনীল ষষ্ঠ ও চতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাবার গাছ কাটার ক্ষতিপূরণের দাবিতে সড়ক অবরোধ বিরোধী দলনেতার হস্তক্ষেপে উঠল অবরোধ

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে রাবার গাছ কাটার পরও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগে অমরপুর—গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন উপজাতি মহিলারা। আজ সাঁতচনদরাই পাড়া এলাকায় এই অবরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে বিরোধী দলনেতার হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা।

অভিযোগ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন আগে ওই এলাকায় রাবার গাছ লাগানো হয়েছিল। পরবর্তীতে রাস্তা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের কাজে সেই রাবার গাছ কেটে ফেলা হয়। গাছ কাটার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। এদিন ক্ষতিপূরণের দাবিতে সাতচনদরাই পাড়ায় অমরপুর---গন্ডাছড়া সড়কের উপর বসে পড়েন কয়েকজন উপজাতি মহিলা। তাঁদের দাবি, রাবার গাছ কাটার ফলে তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওই ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিরোধী দলনেতার হস্তক্ষেপেও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

অবরোধ প্রত্যাহারের পর ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে দীর্ঘদিনের ক্ষতিপূরণের দাবি দ্রুত পূরণ না হলে ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা বলে জানা গেছে।

আগরতলায় সাত দিনব্যাপী আর্চারি প্রশিক্ষণ শিবির, খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিলেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: ছোট ছোট খেলোয়াড়দের আর্চারি বা তিরন্দাজি খেলায় উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যতে তাঁদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হলো সাত দিনব্যাপী আর্চারি প্রশিক্ষণ শিবির। ত্রিপুরা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভগৎ সিং যুব আবাসে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাত দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিশু ও তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আর্চারি খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর লতানাথ, ত্রিপুরা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ, স্পোর্টস ডিরেক্টর এম মগ, পদ্মশ্রী তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, পুর নিগমের নর্থ জোনের চেয়ারপার্সন প্রদীপ চন্দ্র-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ত্রিপুরা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ জানান, ছোটদের তিরন্দাজি খেলায় আকৃষ্ট করা এবং সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলাই এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের অন্যতম উদ্দেশ্য। আগামী দিনে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরা থেকে আরও প্রতিভাবান আর্চারি খেলোয়াড় উঠে আসবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অন্যদিকে, খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে উপস্থিত পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারও শিশু ও অভিভাবকদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে অনেক শিশু ও অভিভাবক খেলাধুলা থেকে কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছেন। মোবাইল ফোনের পর্দার মধ্যেই খেলাধুলাকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা বাড়ছে। তাঁর বক্তব্য, খেলাধুলা শুধু মোবাইলের পর্দায় দেখার বিষয় নয়; এটি একদিকে যেমন পেশার সুযোগ তৈরি করতে পারে, তেমনই সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও ক্রীড়া কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য অভিভাবকদের আরও উৎসাহিত হওয়ার আহ্বান জানান দীপা কর্মকার।

আয়োজকদের আশা, সাত দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে শিশু ও তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে তিরন্দাজি নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়বে এবং আগামী দিনে ত্রিপুরা থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে।

অসহায় অবস্থায় প্রয়াত জওয়ানের পরিবার, সরকারি সহায়তার আবেদন স্ত্রীর

জম্পুইজলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন ধরে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এক প্রয়াত জওয়ানের স্ত্রী। সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন নন্দিতা দেববর্মা। তাঁর বাড়ি জম্পুইজলা চিকনছড়া ভিলেজের চণ্ডীঠাকুর পাড়ায়।

জানা গেছে, নন্দিতা দেববর্মার স্বামী অজিত দেববর্মন সিআরপিএফের ১২৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে প্রায় ১৫ বছর কর্মরত ছিলেন। চাকরিসূত্রে তিনি শ্রীনগরে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের দাবি, তাঁদের প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর ২০০৩ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অজিত দেববর্মন জম্পুইজলা চিকনছড়া ভিলেজের চণ্ডীঠাকুর পাড়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন।

প্রায় পাঁচ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই দুই সন্তানকে নিয়ে কার্যত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন নন্দিতা দেববর্মা। তাঁর অভিযোগ, স্বামীর মৃত্যুর পর এখনও পর্যন্ত তিনি কোনও পেনশন পাননি। পাশাপাশি সরকারি ঘর, ভাতা কিংবা শৌচালয়ের মতো সরকারি সুবিধাও তাঁর পরিবার পায়নি।

স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবারের উপার্জনের নির্ভরযোগ্য কোনও উৎস না থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানান নন্দিতা দেববর্মা। দুই সন্তানকে নিয়ে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে তাঁর।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং প্রাপ্য আর্থিক সহায়তা দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। প্রয়াত জওয়ানের পরিবারের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের দাবি উঠেছে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অমরপুর মহকুমায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: অমরপুর মহকুমায় আসন্ন দুর্গাপূজা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মহকুমা শাসকের অফিসে আজ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী অমরপুর ও অম্পির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন পূজা কমিটির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবের দিনগুলি অতিবাহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পুজো কমিটিগুলিকে পূর্ত, অগ্নিনির্বাপক এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় নো অবজেকশান সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে প্যান্ডেল করার জন্য বলা হয়। দশমীর দিন থেকে দু’’দিনের মধ্যে বিভিন্ন প্যান্ডেলের মূর্তি বিসর্জন করার জন্য বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুজোর চাঁদা সংগ্রহ নিয়ে যাতে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য পুজো উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনের দাবি বিরজিত সিংহের

কৈলাসহর, ২৩ সেপ্টেম্বর: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও মণিপুরী জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সহায়তা আরও বাড়ানোর দাবি জানালেন কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিংহ। পাশাপাশি মণিপুরী জাতিগোষ্ঠী-সহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনের দাবি তুলেছেন তিনি। বুধবার পাইতুরবাজারে নিজের বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানান বিধায়ক।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিরজিত সিংহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রশেখর সিনহা, কাপুরজিৎ সিনহা, নীলকৃষ্ণ সিনহা এবং কুমারদীপ সিনহা।

বিরজিত সিংহ বলেন, ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের সময় থেকেই মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। প্রাচীন এই জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ এখনও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। কর্মসংস্থানের অভাবে তাঁদের অনেকেই কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিধায়কের দাবি, অসমে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের আমলে মণিপুরী জাতিগোষ্ঠী-সহ একাধিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। একই ধরনের উদ্যোগ ত্রিপুরাতেও গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

এই দাবিকে সামনে রেখে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে মণিপুরী সম্প্রদায়ের পাঁচ শতাধিক নাগরিককে নিয়ে একদিনের আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে বলে জানান বিরজিত সিংহ। সভায় মণিপুরী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

তিনি জানান, আলোচনা সভার পর একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনের দাবি জানাবে।

তবে শুধু মণিপুরী সম্প্রদায় নয়, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া আরও ২৫টি জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ও আগামী দিনের কর্মসূচিতে তুলে ধরা হবে বলে জানান বিধায়ক বিরজিত সিংহ। তাঁর বক্তব্য, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে পরিকল্পিতভাবে সরকারি সহায়তা ও পৃথক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ প্রয়োজন।

দীর্ঘদিনের দাবির পর চন্দ্রপুর গর্জনটিলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিনের দাবির পর অবশেষে উদয়পুরের চন্দ্রপুর গর্জন টিলা এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হতে যাওয়া এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ঘিরে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

বুধবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমি পূজনের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নির্মাণকাজের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সুজন সেন, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শিল্পী দাস-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন বাসিন্দারা। শিশু ও মায়েদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এলাকার মানুষের ভোগান্তি কমাতেই এই কেন্দ্র নির্মাণের দাবি ছিল বলে জানা গেছে।

অবশেষে সেই দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকাবাসী। ভূমি পূজন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয়দের আশা, নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি চালু হলে এলাকার শিশু ও মায়েরা পুষ্টি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবা আরও সহজে পাবেন। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের সূচনা হওয়ায় এদিন এলাকাবাসীর মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ।

ছাগল চুরি করে পালানোর সময় দুর্ঘটনা অটো ও নথিপত্র ফেলে পালাল দুই চোর

আমতলী, ২৩ সেপ্টেম্বর: ছাগল চুরি করে পালানোর সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি যাত্রীবাহী অটো। দুর্ঘটনার পর চুরি করা ছাগল ও অটোটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যায় দুই চোর। পরে অটোতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ বেশ কিছু নথিপত্র উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে আমতলী থানার অন্তর্গত শনিটিলা এলাকায়।

জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে কাঠালতলী এলাকা ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ছাগল চুরির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তরা ধরা পড়ছে না বলেও দাবি এলাকাবাসীর।

অন্যান্য দিনের মতো বুধবার দুপুরেও কাঠালতলী এলাকার বাসিন্দা সজল মণ্ডলের একটি ছাগল চুরি করে টিআর ০১ জি ২৪৪৮ নম্বরের যাত্রীবাহী অটোতে করে পালিয়ে যাচ্ছিল দুই ব্যক্তি। বিষয়টি নজরে পড়ে ছাগলের মালিক সজল মণ্ডলের। এরপর তিনি স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে অটোটির পিছু ধাওয়া করেন।

ধাওয়ার সময় শনিটিলা এলাকায় একটি বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি উল্টে যায়। তখন অটোতে থাকা দুই ব্যক্তি চুরি করা ছাগল ও অটোটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যায়।

এরপর সজল মণ্ডল ও স্থানীয়রা অটোটিতে তল্লাশি চালিয়ে চুরি যাওয়া ছাগলটি উদ্ধার করেন। পাশাপাশি অটোর ভিতর থেকে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ বেশ কিছু নথিপত্র পাওয়া যায়। স্থানীয়দের দাবি, উদ্ধার হওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সে রাজকুমার সাহা নামে এক ব্যক্তির ছবি ও পরিচয় রয়েছে। তাঁর বাড়ি আগরতলার প্রতাপগড় এলাকায় বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে ছাগলের মালিক সজল মণ্ডল আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় এর আগেও একাধিক ছাগল চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছেন ছাগলের মালিকসহ এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিলে এলাকায় ছাগল চুরির আতঙ্ক অনেকটাই কমবে।

৯৬ বছরের জীবনের অবসান, প্রিয়বাসী সরকারের প্রয়াণে বামুটিয়ায় শোকের ছায়া

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: বামুটিয়া বিধানসভার পশ্চিম বামুটিয়া গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার প্রবীণা নাগরিক প্রিয়বাসী সরকারের প্রয়াণে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। গত ১৮ সেপ্টেম্বর জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

দীর্ঘ ৯৬ বছরের জীবনে প্রিয়বাসী সরকার রেখে গেছেন এক সমৃদ্ধ পারিবারিক ও সামাজিক স্মৃতি। মৃত্যুকালে তিনি ছয় ছেলে, তিন মেয়ে, নাতি-নাতনি, আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসায় পরিবারকে আগলে রাখা এই প্রবীণার প্রয়াণে স্বজনদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোক।

প্রিয়বাসী সরকারের পরিবারের সঙ্গে বামুটিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে রবীন্দ্র সরকার পূর্বে বামুটিয়া মণ্ডলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রবীন্দ্র সরকারের স্ত্রী সুভদ্রা সরকার বর্তমানে পশ্চিম বামুটিয়া গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের ছেলে পাপন সরকারও যুব মোর্চার সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছেন।

প্রিয়বাসী সরকারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ান প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, গোমতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাস এবং সাংবাদিক ফণিভূষণ শীল। তাঁরা প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।এছাড়াও তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন জেলা পরিষদ সদস্য শিলা দাস সেন সহ এলাকার বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে প্রয়াত প্রিয়বাসী সরকারের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

একজন প্রবীণ নাগরিকের প্রয়াণ শুধু একটি পরিবারের শূন্যতা তৈরি করে না, তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বহু স্মৃতি ও সম্পর্কেরও অবসান ঘটায়। প্রিয়বাসী সরকারের চলে যাওয়ায় পশ্চিম বামুটিয়া এলাকায় তেমনই এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর স্নেহময় উপস্থিতি, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পরিবারের প্রতি তাঁর মমতার স্মৃতি স্বজন ও গুণগ্রাহীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রাহকরে সুবিধার্থে আগামী রবিবার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। গ্রাহকদের সুবিধার্থে আগামী রবিবার রাজ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা ও কার্যালয় খোলা থাকবে। ওই দিন ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম চলবে এবং গ্রাহকরা জরুরি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। আজ ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের তরফ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। এর আগে শনিবার ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। গ্রাহকদের সুবিধার জন্য রবিবার ব্যাঙ্কের সমস্ত পরিষেবা খোলা থাকবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে পাহাড়ে প্রচারে দীপংকর সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: আসন্ন টিটিএডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক দীপংকর সেন। বুধবার সকাল থেকে বিলোনিয়া মহকুমার কাশারী ভিলেজের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদে ঘুরে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়। প্রচার কর্মসূচিতে পাহাড়ি এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে সিপিআইএম প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বিশেষ করে পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর কলেজে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রনেতার বাবাকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজে বিজেপি নেত্রী বর্ণালী গোস্বামীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এবিভিপি-র বিক্ষোভ ও ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। শিক্ষক-সংকট, পানীয় জলের সমস্যা এবং পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ তুলে এবিভিপি-র ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ করেন।

এরপর এবিভিপি কার্যকর্তা তথা কলেজছাত্র রাজতনু দেবের বাবা সিদ্ধার্থ দেব (৫৬)-কে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ ওঠে। পরিবারের দাবি, কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে আক্রমণ করেন। হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। আহতের অভিযোগ, হামলাকারীরা বর্ণালী গোস্বামীর নাম উল্লেখ করে তাঁকে আক্রমণ করেন।

প্রথমে সিদ্ধার্থ দেবকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আহত সিদ্ধার্থ দেব। অভিযোগের সত্যতা ও ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে পুলিশি তদন্তের দিকেই নজর রয়েছে।

২৬ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। সকাল ৯টায় জগন্নাথবাড়ি রোডস্থিত স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এনএফআরআরবিএস-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড গণপতি হেগড়ে। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানস রায়।

সম্মেলনকে সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন খগেন্দ্র দেবনাথ এবং আহ্বায়ক করা হয়েছে সুধা রঞ্জন সূত্রধরকে। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়নের সভাপতি সঞ্জয় দাস এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নীলাঞ্জন বক্সি।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি দর্শক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।

শনিবার সকালে সমিতির সভাপতি সুব্রত মজুমদারের নেতৃত্বে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এরপর শহীদ বেদিতে শহীদদের স্মৃতিতে মাল্যদান এবং শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হবে। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূরবর্তী এলাকায় আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্য শিবির, বিনামূল্যে পরিষেবা পেলেন ৬২ জন

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: দূরবর্তী এলাকার বাসিন্দা এবং আরক্ষা কর্মীদের দোরগোড়ায় গুণগত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধলাই জেলায় বিশেষ আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে গত ২১ সেপ্টেম্বর আসবাসা হেলথ সেন্টারের অধীন মাশুরাই পাড়া টিএসআর ক্যাম্পে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এই জনকল্যাণমূলক শিবিরে স্থানীয় গ্রামবাসী এবং টিএসআর জওয়ান-সহ মোট ৬২ জন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।

এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং মরশুমি স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শিবিরে উপস্থিত সকলের ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা পরিমাপের পাশাপাশি বিভিন্ন অসংক্রামক ও জীবনযাপনজনিত রোগের স্ক্রিনিং করা হয়। চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি শিবিরে একটি বিশেষ সচেতনতা সভারও আয়োজন করা হয়। সেখানে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদিত রিফ্লেকশন্স !

৯ ক্যারেট জুয়েলারি, যা আপনার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে প্রতিফলিত করে !

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে আগরতলায় তাদের ফ্ল্যাগশিপ শোরুমে ৯ ক্যারেট গোল্ড ও ডায়মন্ড জুয়েলারির এক্সক্লুসিভ কালেকশন ‘রিফ্লেকশন্স’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে।

‘রিফ্লেকশন্স’ শুধুমাত্র সাশ্রয়ী ৯ ক্যারেট জুয়েলারির একটি কালেকশন নয়, এটি ৯ ক্যারেট গোল্ড ও ডায়মন্ড জুয়েলারির এক বিশেষ অভিব্যক্তি, যা আজকের গ্রাহকের আত্মবিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর্নিহিত উজ্জ্বলতাকে প্রতিফলিত করার জন্য তৈরি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। এক নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি উদ্বোধনী কালেকশনটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন।

এই অনুষ্ঠানে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও গ্ল্যামার যোগ করেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণী তারকা প্রান্তিকা ও ত্রিপুরার গর্ব মিস্টার ইউনিভার্স মিঠুন দেববর্মা। তাদের সাথে উপস্থিত ছিল হানা দেববর্মা ও রৌনক জানা। ‘রিফ্লেকশন্স’-এর পছন্দের অলঙ্কারে সেজে তারা অনুষ্ঠানের জৌলুস ও উজ্জ্বলতাকে আরও বাড়িয়ে দেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা শুরুতে এই এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি কালেকশনটি উপস্থাপন করেন।

শ্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, “এই অসাধারণ ‘রিফ্লেকশন্স’ জুয়েলারি কালেকশনটি উদ্বোধন করতে পেরে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত কারণ এই কালেকশনটি সময়োপযোগী ও প্রত্যেক দিন ব্যবহারের জন্য আদর্শ।” তিনি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas